সুরঙ্গের দ্বার দ্বার ॥ সেই পথে গেল চোর রাজারে লইয়া। জ্ঞান হয় পাতালেতে প্রবেশিল গিয়া॥ তাহার মধ্যেতে পুরি অদ্ভুত নির্ম্মাণ। শ্রেণীবদ্ধ অট্টালিকা অতি সুশোভন॥ স্থানে২ মণি জ্বলে প্রদীপ কোথায়। বাহির মহলে চোর রাজারে বসায়॥ ধন লয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশে তস্কর। বাহি-রেতে একা মাত্র আছে নৃপবর॥ এই কালে তস্করের দাসী এক জন। কার্য্যান্তরে বাহিরেতে আইল তখন॥ রাজারে দেখিয়া তার দয়া উপজিল। মৃদুভাষে ভুপতিরে কহিতে লাগিল॥ চোরের নিবাসে তুমি আইলে কি কারণ। এখনি আসিয়া তব বধিবে জীবন॥ এত শুনি ভুপতির চিন্তিত হৃদয়। দেখিয়া না পায় পথ দাসী প্রতি কয়॥ পথ দেখা-ইয়া দাসী দিলেক তখন। সেই পথে নৃপবর করিল গমন॥ মুখে বাক্য নাহি সরে কম্পিত হৃদয়ে। উপনীত হৈল রাজা আপন আলয়ে॥ রজনী প্রভাত হৈল বসিল সভায়। সেই কালে বণিক রাজার কাছে কয়॥ দোহাই রাজার বলি করে সোরসার। তোমার দেশেতে আমি না রহিব আর॥ রাজা হয়ে না করিলে চোরের দমন। সর্ব্বস্ব লইল চোর ছিল যত ধন॥ রাজা বলে স্থির হও বণিক নন্দন। পয়ার প্রবন্ধে কালীদাস বিরচন॥

পয়ার। তবে নৃপবর পাত্রে কহিছে তখন। সসৈন্য করিব আমি নগর ভ্রমণ॥ নগর গমনে তবে চলিল ভুপতি। রথ গজবাজি সৈন্য চলিল সংহতি॥ যেখানে আছয়ে চোর স-ন্ধান জানিয়া। সেই স্থানে নৃপবর উত্তরিল গিয়া॥ নগর ছাড়িয়া বনে প্রবেশ হইয়া। আশ্চর্য্য ভাবিছে মনে সুড়ঙ্গ দেখিয়া॥ রাজা বলে আশ্চর্য্য দেখিবে আর কত। কাটি-য়া বিস্তার কর সুরঙ্গের পথ॥ পাইয়া রাজার আজ্ঞা কো-ড়াগণ যত। কাটিতে লাগিল তবে সুরঙ্গের খাত॥ যত দূর কাটে তার অন্ত নাহি পায়। বহু ক্লেশ পেয়ে গেল চো-রের আলয়॥ অট্টালিকাময়পুরী অদ্ভুত রচন। দেখিয়া বিস্ময় হৈল যত সৈন্যগণ॥ কেহ অনুমান করে দেবালয়

রবে। কেহ বলে দেবতা পাতালে কেন রবে॥ পাতালেতে নাগলোক করিয়ে বসতি। নগরে আলয় এই লয় মোর মতি॥ এই কালে তস্কর হইয়া ক্রোধান্বিত। খড়্গ লয়ে আইল যেন যমদূত॥ ঘূর্ণিত লোচনে ঘন গোঁফে দেয় পাক। দম্ভে লম্ফ ভূমিকম্পে ভয়ঙ্কর ডাক। তাহার বি-ক্রম দেখি যত ক্রোড়াগণ॥ কোদালি ফেলিয়া সবে করে পলায়ন॥ রাজা বলে চোর এই ধর সর্ব্বজন। চোর বলে যে আসিবে বধিব জীবন॥ এত বলি দুইজনে গালাগালি করে। কোতয়াল বেগেতে চোরেরে গিয়া ধরে॥ দুইজনে হুড়াহুড়ি করে চড়াচড়ি। পদাঘাতে কোতয়াল যায় গড়াগড়ি॥ মহাবল পরাক্রম প্রতাপে প্রচণ্ড। ভূপতির সৈন্য কাটি করে খণ্ড২॥ যুঝিতে লাগিল চোর সমরে নিপুণ। লক্ষ রাজা মধ্যে যেন একাকী অর্জ্জুন॥ ঘোরতর সিংহনাদ হুহুঙ্কার ছাড়ে। সত্তর সহিত কত অশ্ব কাটি পাড়ে। বিস্ময় হইয়া রাজা মন্ত্রণা করিল। শত করাবর লয়ে তস্করে বেড়িব॥ উপায় না দেখে চোর বিরস বদন। সকলে মিলিয়া তারে করিল বন্ধন॥ জয়ধ্বনি হইল সন্তোষ নৃপবর। অবিলম্বে লয়ে চোরে চালান নগর॥ মন্ত্রীবর প্রতি তবে কহিল ভূপতি। এ বেটারে শূলে মন্ত্রি দেহ শীঘ্র গতি।। রাজার আজ্ঞায় তবে শূলে দিতে যায়। নগরের লোক সবে দেখিবারে ধায়॥ অট্টালিকা পরে ছিল সাধুর নন্দিনী। চোর সঙ্গে পরস্পর কটাক্ষ তখনি॥ কন্যা বলে উপযুক্ত পাত্র এইজন। ইহারে করিব বিভা মোর এই পণ॥ শীঘ্রগতি পিতার নিকটে ধনী কয়। নিবেদন করি কিছু শুন মহাশয়॥ যে চোর ধরিয়া রাজা শূলে দিতে যায়। মোর উপযুক্ত পাত্র দেখিলাম তায়॥ মনে২ আমি তারে করেছি বরণ। ছাড়াইয়া আন চোর যত লাগে ধন॥ শুনিয়া কন্যার কথা সাধুর বিস্ময়॥ অনুযোগ করিয়া ক-ন্যার প্রতি কয়। না বুঝিয়া তুমি হেন পণ কেন কর। সে চোর চাহিলে কেন দিবে নৃপবর॥ চুরি করি নগর করিল

সওভণ্ড। সৈন্য কাটিয়া করিল খণ্ড২॥ কদাচিত নাহি দিবে হেন দুষ্টজনে। কোন লাজে গিয়া আমি কহিব সে খানে॥ কন্যা বলে যদ্যপি সে চোরে না আনিবে। মরিব তোমার আগে নিশ্চয় জানিবে॥ এতশুনি সদাগর চিন্তিত হইয়া। ভূপতিরে বিবরণ কহিলেক গিয়া। আমার নন্দিনী এই তস্করে দেখিয়া॥ মনেতে বাসনা তারে করিবেক বিয়া॥ যদ্যপি ছাড়িয়া তায় দেহ মহাশয়॥ লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা দিব জানিবা নিশ্চয়॥ এ কথা শুনিয়া চোর হাসিল তখন। ক্ষণেক বিলম্বে পুনঃ করিল রোদন॥ রাজা বলে আর যাহা চাহ তাহা দিব। কদাচ এ চোর আমি ছাড়িতে নারিব॥ এত বলি ত্বরান্বিত হইয়া ভূপতি। চোর লয়ে শূলে দিতে দিল শীঘ্রগতি॥ চোরের মরণ শুনি সাধুর নন্দিনী। পিতার নিকটে আসি কহিল তখনি॥ দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু না হয় খণ্ডন। চোর হইবেক পতি করেছি মনন॥ ধর্ম্মত বিচারে বটে চোর হয় স্বামী। তাহার মরণে সহগামী হব আমি॥ কহিলাম পিতা এই নিশ্চয় জানিবে। ইহাতে বারণ আর কেহ না করিবে॥ শুনিয়া কন্যার কথা দুঃখিত অন্তর॥ উদযোগ করিয়া তবে দিল সওদাগর॥ সাধুকন্যা চোর-সহ সহমৃতা হয়। কৌতুক দেখিতে নগরের লোক ধায়॥ শূল হৈতে চোর লয়ে শ্মশানে রাখিল। যেমন কর্ত্তব্য তাহা সকলি করিল॥ সাত পাক ফিরে কন্যা অগ্নিতে প্রবেশে। এই কালে দৈববাণী হইল আকাশে॥ না মর না মর কন্যা স্থির কর মতি। ধর্ম্ম পরায়ণা তুমি পতিব্রতা সতী॥ তোমার পুণ্যেতে চোর বাঁচিবে এখন। তাহার উপায় বলি করহ শ্রবণ॥ শ্মশানে সান্নিধ্য ভদ্রকালীর স্থাপন। তাহার চরণামৃত শীঘ্রগতি আন চোরের অঙ্গেতে তাহা দেহ ছড়াইয়া। এখনি পাইবে প্রাণ বসিবে উঠিয়া॥ এত শুনি যুবতী হইল হৃষ্টমতি। ভদ্রকালীর নিকটে চলিল শীঘ্রগতি॥ আনিল চরণামৃত আনন্দিত মন। চোরের অঙ্গেতে ছড়া দিল ততক্ষণ॥ উঠিয়া বসিল চোর পাইয়া জীবন। নিদ্রাগত জন যেন পাইল

চেতন॥ সাধুর নন্দিনী দেখি আনন্দিত মন। আপনার গৃহে লয়ে চলিল তখন॥ বেতাল জিজ্ঞাসা করে বিক্রমাদিত্যেরে। সুবর্ণের লক্ষমুদ্রা দিয়া চাহে চোরে॥ সে কথা শুনিয়া চোর হাসিল তখন। ক্ষণেক বিলম্বে পুনঃ করয়ে রোদন॥ কিছুই বুঝিতে আমি না পারি রাজন। জান যদি বল দেখি ইহার কারণ॥ বেতাল বিক্রমাদিত্য কহিছে তখন। হাসিলেক চোর কেন কর নিবেদন॥ আশ্চর্য্য ভাবিয়া চোর হাসিল তখন। রোদন করিল তার শুন বিবরণ॥ সুবর্ণের লক্ষমুদ্রা দিতে চায় ভূপে। আমি উপকার নাহি করি কোন রূপে॥ কোন জাতি কোথা ঘর না জানি বিশেষ। আমারে সদয় সওদাগর এত কিসে॥ দয়াশীল ভূপ আমি না দেখি এমন। এতেক ভাবিয়া চোর করিল রোদন॥ শুনিয়া রাজার কথা বেতাল তখন। শিংশপা বৃক্ষেতে পুনঃ করিল গমন॥ কালীদাস কহয় কালীচরণ স্মরণ। বেতাল পঁচিশে এই দ্বাদশ কথন॥

ত্রয়োদশ প্রশ্ন কথন।

ত্রিপদী। পুনর্ব্বার নৃপরায়, শিংশপা বৃক্ষেতে যায়, বেতাল ধরিল ততক্ষণ। শবলয়ে হৃষ্টমতি, নামে রাজা শীঘ্রগতি, সন্ন্যাসীর নিকটে গমন। বেতাল কহিছে ভূপে, না ছাড়িল কোনরূপে, শবলয়ে কোন প্রয়োজন। কেন কর বাড়াবড়ি, যাই আমি দেহ ছাড়ি, নহে প্রশ্ন করহ শ্রবণ॥ কুসুমবতী নগর, শুনিয়াছ নৃপবর, চন্দ্রপ্রভা নামে তার সুতা। পরমসুন্দরী ধনী, হইলা নব যৌবনী, বিভা বিনে হয় দুঃখযুতা॥ রাজকন্যা এক দিন, সঙ্গে লয়ে সখীগণ, পুষ্পবনে করয়ে ভ্রমণ। দুরন্ত বসন্ত কাল, তাহাতে মলয়ানীল, মন্দ২ বহিছে পবন॥ ফুটে নানাজাতি ফুল, সৌরভে হয়ে আকুল, মদনের গৌরব বাড়িল। হেন কালে এক জন, ব্রাহ্মণের নন্দন, পুষ্প চয়নেতে সেই আইল॥ রূপ অতি শোভা করে, যুবতীর মনোহরে, রাজকন্যা বলে

নীরীক্ষণ। কন্যার সৌন্দর্য্য দেখি ব্রাহ্মণ হইল সুখী, উভয়েতে উভয়ের মন॥ পরে রাজার নন্দিনী, মনে হয়ে বিষাদিনী, সখী সঙ্গে গৃহেতে চলিল। কামানলে জ্বালাতন, জ্ঞান হত সে ব্রাহ্মণ, ভূতলেতে পড়িয়া রহিল॥ দিবাকর অস্ত যায়, চেতন নাহিক পায়, ঘোরতর রজনী হইল॥ গন্ধর্ব্বেতে অনুপম, শশীমৌলিদেব নাম, পুষ্পবনে ভ্রমণে আইল॥ পুষ্পের সৌরভে রতি, পুলকেতে হৃষ্টমতি, ভ্রমে দুই গন্ধর্ব্ব নন্দন। ব্রাহ্মণে দেখিয়া কয়, উঠ উঠ মহাশয়, ভূমে কেন করিয়া শয়ন॥ বিপ্র কহে মৃদুভাবে, ছেড়েছি জীবন আশে, আয়ুশেষ নিকটে মরণ। ব্রাহ্মণের কথা শুনে, বিস্ময় যে মনে২, জিজ্ঞাসা করিল বিবরণ॥ ব্রাহ্মণ কহিছে তবে, রাজার নন্দিনী হবে, এসেছিল পুষ্পের কাননে। তাহার সৌন্দর্য্য যত, তোমায় কহিব কত, সে রূপ জাগিছে সদা মনে॥ মদনের পঞ্চশরে, জর২ কলেবরে, প্রাণগত আছে মৃত্যু প্রায়। কি করিব কোথা যাব, কি রূপে তাহারে পাব, বল শুনি ইহার উপায়॥ শশী মৌলিদেব কয়, ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম নয়, যুবতী দেখিয়া লুব্ধ হয়। যাও নিজ নিকেতন, তপস্যায় দেহ মন, কুকর্ম্মেতে মতি কেন লয়। ব্রাহ্মণ কহিছে পুনঃ কেন হেন নিদারুণ, কথা কহ শুনিতে কর্কশ। অনঙ্গেতে দহে প্রাণ, ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি জ্ঞান, শক্তি হীন হয়েছি অবশ॥ মানব জনম পেয়ে, সুন্দরী রমণী লয়ে, যেজন না করিল বিহার। যে জন অভাগ্যবন্ত, সে দুঃখের নাহিক অন্ত, বাঁচনেতে কি সুখ তাহার॥ অধিক কি কব ভাই, যদি রাজ কন্যা পাই, মনোবাঞ্ছা তবে পূর্ণ হয়। নতুবা পঞ্চত্ব হবে, দেখিতে পাইবে সবে, বিরচিয়া কালী দাস কয়॥

পয়ার। ব্রাহ্মণ কাতর দেখি মৌলিদেব কয়। পাবে তুমি রাজকন্যা কহিনু নিশ্চয়॥ এত বলি গুটিকা লইয়া তৎক্ষণ। ব্রাহ্মণের মুখে দিলা করিতে ধারণ॥ ব্রাহ্মণ গুটিকা পায়ে মুখেতে রাখিতে। দ্বাদশ বর্ষের কন্যা হৈল

আচম্বিতে॥ সৌলিদেব আর এক গুটিকা লইল। মুখেতে রাখিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ হইল॥ কন্যারে সঙ্গেতে লয়ে চলিল ত্বরিত। রাজার দ্বারেতে গিয়া হৈল উপনীত॥ তেজপুঞ্জ ব্রাহ্মণ দেখিয়া নৃপবর। পাদ্য অর্ঘ দিয়া বহু করে সমাদর॥ বসিতে আসন দিয়া জিজ্ঞাসে রাজন। "কন্যা সহ কি হেতু হয়েছ আগমন॥ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তবে নৃপবরে কয়। মনোযোগ করি তবে শুন নৃপরায়॥ পুত্র আর ব্রাহ্মণীরে রাখিয়া গৃহেতে। বধূ আনিবারে যাই দক্ষিণ দেশেতে॥ বধূরে লইয়া আমি যাই নিকেতন। গিয়া দেখি গৃহেতে নাহিক এক জন॥ নাহি জানি দেশেতে কি হইল অমঙ্গল। ধন প্রাণ লয়ে লোক পলায় সকল॥ শূন্য গৃহে সবাকার রয়েছে পড়িয়া। বধূরে রাখিব কোথা না পাই ভাবিয়া॥ অন্য স্থানে রাখিতে প্রত্যয় নাহি হয়। সেই হেতু আসিয়াছি তোমার আলয়। তুমি পুণ্যবান রাজা বিখ্যাত ভুবনে। আমার বধূকে লয়ে রাখ নিকেতনে॥ পুত্র আর ব্রাহ্মণীর সন্ধান করিয়া। পশ্চাৎ আসিয়া বধূ যাইব লইয়া॥ এত শুনি নৃপবর ভাবিছে তখন। না রাখিলে যদি মন্যু করয়ে ব্রাহ্মণ॥ ব্রাহ্মণের প্রতি রাজা কহিছে বচন। রাখিব তোমার বধূ করিয়া যতন॥ পরে রাজা আপনার কন্যাকে ডাকিয়া। ব্রাহ্মণের বধুকে দিলেন সমর্পিয়া॥ বিদায় হইয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ চলিল। বিপ্রবধূ রাজকন্যা নিকটে রহিল॥ শুভক্ষণে দুই জনে হইল মিলন। একত্রে ভোজন করে একত্রে শয়ন॥ রজনীতে বিপ্রবধূ জিজ্ঞাসে তখন॥ রাজকন্যা কৃশাঙ্গী হয়েছে কি কারণ॥ রাজকন্যা বলে তবে শুন বিবরণ। এক দিন পুষ্প বনে করিতে ভ্রমণ॥ পরম সুন্দর এক বিপ্রের নন্দনে। তাহারে দেখিয়া আমি পীড়িত মদনে॥ লোক লজ্জা ভয়ে কিছু না কহিনু তায়। ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছু না দেখি উপায়॥ নাম নাহি জানি তার কোথায় নিবাস। আইলাম দ্বিজ গৃহে হইয়া নৈরাশ॥ তদবধি ব্যাকুল আছয়ে মোর মন। অনঙ্গে দহিছে অঙ্গ সদা সর্ব্বক্ষণ॥ কহিনু তোমারে এই স্বরূপ বচন। কৃশাঙ্গী হয়েছি

আমি তাহার কারণ ॥ এত শুনি বিপ্রবধূ হয়ে হৃষ্টমতি। কহিতে লাগিল রাজকুমারীর প্রতি ॥ যদি সেই ব্রাহ্মণেরে এনে দিতে পারি। আমারে কি দিবে তবে রাজার কুমারী ॥ কন্যা বলে তুমি সেই ব্রাহ্মণেরে কি রূপে চিনিবে। কেমনে আমার কাছে তাহারে আনিবে ॥ বিপ্রবধূ বলে মোর আছয়ে শকতি। দেখ সেই ব্রাহ্মণেরে আনি শীঘ্রগতি ॥ রাজকন্যা বলে যদি আনিবারে পার। বাঁদী হয়ে নিরন্তর থাকিব তোমার ॥ এত শুনি মুখ হৈতে গুটিকা রাখিল। বিপ্রবধূ পূর্ব্ব মত ব্রাহ্মণ হইল ॥ পরমসুন্দর রূপ জিনি রতি পতি। রাজার নন্দিনী দেখে সলজ্জিত অতি ॥ মুখে মৃদু মৃদু হাসি হরিষ অন্তর। পুলকে পূর্ণিত উভয়ের কলেবর ॥ ব্রাহ্মণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণিত হইল। গন্ধর্ব্ব বিবাহ রাজকন্যাকে করিল ॥ সুখের নাহিক সীমা আনন্দিত মন। হাস্য পরিহাস্য করে রজনী বঞ্চন ॥ প্রভাত সময়ে তবে উঠিয়া ব্রাহ্মণ গুটিকা লইয়া মুখে করয়ে ধারণ ॥ হইয়া ব্রাহ্মণ বধূ থাকে দিবসেতে। পুরুষ হইয়া রতি করে রজনীতে ॥ এই রূপে কিছু কাল তথায় রহিল। কিছুদিন পরে কন্যা গর্ব্ভবতী হৈল ॥ দৈবে এক দিন সেই রাজার মন্ত্রিণী। পিতৃ শ্রাদ্ধ দিবসেতে আসিয়া আপনি ॥ যোড় করে নৃপবরে কহিছে তখন। পরিবার সহিতে তোমার নিমন্ত্রণ ॥ এত বলি মন্ত্রী গৃহে করয়ে গমন। সর্ব্বানন্দে ভুপতি চলিল ততক্ষণ ॥ সমাদর করি মন্ত্রী রাজারে বসায়। কন্যারে লইয়া রাণী অন্তঃপুরে যায় ॥ রাজার কন্যার সহ বিপ্রবধূ বরে। মন্ত্রীর নন্দন গিয়া দেখিলেক তারে ॥ বর্ণিতে না পারি বিপ্রবধূ সৌন্দর্য্য। পাত্রের নন্দন দেখি হইল বধৈর্য্য ॥ অনঙ্গে দহিছে অঙ্গ জ্ঞান হত হয়। সলজ্জিত হইয়া পিতারে গিয়া কয় ॥ আসিয়াছে মাসেক হবে বিপ্রের নন্দিনী। এমন সুন্দরী আমি না দেখি কামিনী ॥ মহাশয় নৃপবরে সম্মত করিয়ে। সেই কন্যা আমারে যদ্যপি দেন বিয়ে ॥ তবেত রাখিব প্রাণ শুন মহাশয়। নতুবা মরণ মোর জানিবা নিশ্চয় ॥ শুনিয়া পুত্রের কথা মন্ত্রী করে হাস।

কি কথা কহিলে বাপু একি সর্ব্বনাশ॥ ভূপতির নিকটেতে প্রত্যয় করিয়া। ব্রাহ্মণ আপনি বধূ গিয়াছে রাখিয়া। বিবাহ করিতে তারে না হয় সম্ভব। রাজার নিকটে আমি কি রূপেতে কব॥ পুত্র বলে পিতা তবে করি নিবেদন। শুনিতে না চাহি আমি প্রবোধ বচন॥ যদি সেই কন্যা মোরে বিবাহ না দিলে। এখনি ত্যজিব প্রাণ নিশ্চয় জানিবে॥ এত বলি খড়্গ তুলি দিতে যায় গলে। বিস্ময় হইয়া মন্ত্রীপুত্র প্রতি বলে॥ খড়্গ রাখ ধৈর্য্য হও স্থির কর মতি। তোমারে এ কন্যা আমি দিব শীঘ্রগতি॥ এতবলি সন্তানেরে সান্ত্বনা করিয়া। রাজার নিকটে মন্ত্রী কহিলেক গিয়া॥ আমার নন্দন বিপ্রবধূকে দেখিয়া। একান্ত বাসনা তারে করিবেক বিয়া॥ কত মতে বুঝাইনু না শুনে বচন। বিপদ সাগরে আমি পড়েছি রাজন। উন্মাদের তুল্য হয়ে হারাইল জ্ঞান। কন্যা পাইলে তবে ত্যজিবেক প্রাণ॥ পুত্রের মরণ মৃত্যু হইবে আমার। বুঝিয়া করহ আজ্ঞা ধর্ম্ম অবতার॥ রাজা বলে মন্ত্রীবর তুমি তাহা জান। রাখিয়া গিয়াছে সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ॥ যখন চাহিবে তারে আমি কি কহিব। রাজা হয়ে অবিচার কেমনে করিব॥ অবিতীয় বিশ্বাস ঘাতক এই কর্ম্ম। করিতে কি বল মোরে এমন অধর্ম্ম॥ কহিলেন নৃপবর বন্ধুবর্গগণে। বিপ্রবধূ দেহ রাজা পাত্রের নন্দনে॥ কন্যা না পাইলে যদি ত্যজিবে জীবন। পুত্রহীন মন্ত্রীবর হইবে নিধন॥ দুইজীব হত্যা পাপ তোমারে অর্শিবে। মন্ত্রী হীন হয়ে রাজা কেমনে রহিবে। যখন ব্রাহ্মণ এসে বধূকে চাহিবে। অর্থে বশীভূত তারে করিতে পারিবে॥ কোন কালে আসিবেক সে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। পিতা পুত্রে মরে মন্ত্রি সম্প্রতি এখন। অতএব নিবেদন করি মহাশয়। মন্ত্রী পুত্রে বিপ্রবধূ দিতে আজ্ঞা হয়॥ ভাবিয়া চিন্তিয়া আজ্ঞা দিল ততক্ষণ। পয়ার প্রবন্ধে কালীদাস বিরচন॥

পয়ার। ভূপতির অনুমতি পাইয়া তখন। পুলকে পূর্ণিত হয়ে পাত্রের নন্দন॥ কহিতে লাগিল গিয়া বিপ্রবধূ প্রতি।

আমারে বিবাহ তুমি কর রূপবতী ॥ বিপ্রবধূ বলে দেখি বাতুলের প্রায়। বিবাহ হইলে বিভা শুনেছ কোথায় ॥ অসম্ভব কথা একি কহ চমৎকার। নাহি জানি এদেশের কেমন বিচার ॥ মন্ত্রীপুত্র বলে রূপ দেখেছি তোমার। অধৈর্য্য হয়েছে প্রাণ নাহি বাঁচি আর ॥ বিবাহ করহ যদি হইয়া সদয়। নতুবা ত্যজিব প্রাণ জানিবে নিশ্চয় ॥ কাতর দেখিয়া বলে বিপ্রের যুবতী। করহ বিবাহ মোরে হইনু সম্মতি। কিন্তু এক আমার আছয়ে এই পণ। কিছুকাল তীর্থে গিয়া করহ ভ্রমণ ॥ নিষ্পাপ শরীর যবে হইবে তোমার। আমার সহিতে আসি করিবে বিহার ॥ অঙ্গীকার করিলেক পাত্রের নন্দন। গন্ধর্ব্ব বিবাহ দোঁহে হইল তখন ॥ রাজার নন্দিনী তার বিষাদিত আঁখি। ছল২ করে তার বিরস বদন দেখি ॥ ফুকারে কান্দিতে কিছু নাহি পারে তায়। অভিমানে বিপ্রবধূ পানে মাত্র চায় ॥ রাজনন্দিনীর ভাব বুঝিয়া তখন। বিপ্রবধূ কহিতেছে হইয়া গোপন। দৈবের ঘটনা এই কি দোষ আমার। অনুগত জন আমি জানিবে তোমার ॥ প্রফুল্ল হইয়া প্রিয়ে যাহ নিকেতন। যখন লইয়া যাবে যাইবে তখন ॥ কত মত বুঝাইলে নাহি বুঝে মন। রাজার নন্দিনী গৃহে করিল গমন ॥ প্রভাতে উঠিয়া তবে পাত্রের তনয়। আপনার প্রথমা যুবতী প্রতি কয় ॥ বিপ্রবধূ রাখিলাম তোমার নিকটে। পালন করিবে বিপ্রে তারে অকপটে ॥ একত্রে ভোজন কর একত্রে শয়ন। সতীনী বলিয়া না করিবা অযতন ॥ কোথায় যাইতে নাহি দিবে কদাচন ॥ এতবলি তীর্থে গেল পাত্রের নন্দন ॥ দুই সতীনীরে তবে হইল মিলন। দিবানিশি একস্থানে থাকে দুইজন ॥ হাস্য পরিহাস্য করে রজনীবঞ্চন। হেনকালে পাত্রবধূ কহিছে বচন ॥ অনঙ্গে দহিছে অঙ্গ কি করে কথায়। পুরুষ সহিত সম্ভোগে ইচ্ছা যায় ॥ সদা পরাধিনী বিরহিনী হয়ে থাকি। উপায় না দেখি যেন পিঞ্জরের পাখি ॥ এতবলি পাত্রবধূ বিষাদিত হয়। কাতর দেখিয়া তবে

বিপ্রবধূ কয়॥ পুরুষেতে বাঞ্ছা যদি হয়েছে তোমার। পুরুষ হইতে শক্তি আছয়ে আমার॥ প্রকাশ না কর যদি থাক সাবধান। যুবক পুরুষ হই তব বিদ্যমান॥ পাত্রবধূ বলে যদি থাকয়ে শকতি। এখনি পুরুষ তবে হও শীঘ্রগতি॥ পরাণ থাকিতে নাহি প্রকাশ করিব। দাসী হয়ে নিরন্তর তোমারে সেবিব। এতবলি বিপ্রবধূ প্রফুল্ল বদন। মুখ হৈতে গুটিকা থূইল ততক্ষণ॥ হইল পুরুষ রমণীর মনোহর। দেখিয়া পাত্রের বধূ হরিষ অন্তর॥ লজ্জিত হইয়া ধনী অম্বর অম্বরে। যুবক যুবতী তবে আনন্দে বিহরে॥ রজনী প্রভাত কালে উঠিয়া ব্রাহ্মণ। গুটিকা লইয়া মুখে করয়ে ধারণ॥ হইয়া বধূর ন্যায় থাকে দিবসেতে। পুরুষ হইয়া রাতি ভুঞ্জে রজনীতে॥ এইরূপে কিছুকাল করিলেক স্থিতি। দুইজনে অতিশয় বাড়িল পিরীতি॥ আঁখির পলকে দোঁহে দোহারে হারায়। উভয়েতে চুম্বক পাষানি লোহা প্রায়॥ কতদিন পরে সেই গন্ধর্ব্ব দুইজন। ব্রাহ্মণে রাখিয়া গেছে হইল স্মরণ॥ শশী মৌলিদেব দোঁহে মন্ত্রণ করিল। শশীর মুখেতে এক গুটিকা থূইল। নাহি জানি গুটিকার প্রভাব কেমন! যোড়শ বৎসরের হইল প্রবেশি নন্দন॥ মৌলিদেব আর এক গুটিকা লইল। মুখেতে রাখিতে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ হইল॥ দুইজন পিতাপুত্র হইয়া চলিল। রাজার নিকটে গিয়া সাক্ষাৎ করিল॥ কহে বৃদ্ধব্রাহ্মণ শুনহে নৃপবর। ভ্রমণ করিয়া বহু দেশ দেশান্তর॥ পেয়েছি পুত্রের দেখা অযোধ্যানগরে। পঞ্চম দিবস হইল আসিয়াছি ঘরে॥ আমার নন্দন এই দেখহ ভূপতি। রূপে গুণে অধ্যয়নে যেন বৃহস্পতি॥ গৃহেতে ব্রাহ্মণি একা চিন্তা করে তায়। বধূরে আনিয়া রাজা দেহ হে ত্বরায়॥ ব্রাহ্মণের কথা শুনি ভূপতি বিষাদ। বচন নাহিক মুখে গণিছে প্রমাদ॥ কি করে উত্তর রাজা ভাবিয়া না পায়। বারে বারে মন্ত্রীণীর পানে সদা চায়॥ সভাসদ আর যত বন্ধুবর্গ জন। কেহ কিছু নাহি কয় বিরস বদন॥ ব্রাহ্মণ

কহিছে পুনঃ শুন হে ভুপতি। বধূরে আনিয়া মোরে দেহ শাস্ত্রগতি॥ লজ্জিত হইয়া রাজা মুদিত নয়ন। অধোমুখে ব্রাহ্মণেরে কহিছে তখন॥ বধূরে রাখিয়া গেলা মোর নিকেতন। দেখিয়া তাহার রূপ পাত্রের নন্দন॥ বিবাহ করিব বলি করিলেক পণ। নহে খড়্গ গলে দিয়া ত্যজিব জীবন॥ মন্ত্রীবলে পুত্র যদি মরিবে আমার। পুত্রশোকে না রাখিব জীবন এ ছার॥ কুটুম্ব বান্ধবগণ কহিল আমায়। এক স্ত্রী কারণে দোঁহার প্রাণ যায়। মন্ত্রীপুত্রে দেহ রাজা বিপ্রের বধূরে। বিবরণ কহ সেই ব্রাহ্মণ ঠাকুরে॥ অতএব মহাশয় করি নিবেদন। জন্মমৃত্যু বিবাহ সে দৈবের ঘটন॥ যা হবার হইয়াছে না ফিরিবে আর। পুত্রের বিবাহ তুমি দেহ পুনর্ব্বার॥ পরমাসুন্দরী কন্যা কর অন্বেষণ। অর্থ যা চাহিবে তাহা পাইবে ততক্ষণ॥ লক্ষ তঙ্কা দিব আমি জানিবে নিশ্চয়। বন্দিয়া কালীর পদ কালীদাস কয়॥

পয়ার। ভুপতির কথা শুনি ব্রাহ্মণ তখন। ক্রোধে কম্পবান তনু লোহিত লোচন॥ দশনে অধর কাঁপে সঘনে নিশ্বাস। খসিয়া পড়িল ক্রোধে উত্তরিয়া বাস॥ রাজারে চাহিয়া বলে ওরে দুরাচার। তোর মত পাপাত্মা নাহিক দেখি আর॥ এ বৃদ্ধ বয়সে আমি অসমর্থ হয়ে। কত দেশ দেশান্তর ভ্রমিয়েং॥ পরমাসুন্দরী এই কন্যারে দেখিয়া। আপন নন্দিনী বিভা দিয়াছি আনিয়া॥ রাখিলাম তোর কাছে বিশ্বাস করিয়া। সে কন্যা কেমনে মন্ত্রী পুত্রে দিলি বিয়া॥ আগে না জানি তোরে এমন পাতকী। করিলি দুষ্কৃত কর্ম্ম বিশ্বাস ঘাতকী॥ রাজা ভাবে অচক্কারে না দেখি ব্রাহ্মণ। বংশে বাতি দিতে না রাখিবে একজন॥ এত বলি অভিশাপ করিতে উদ্যত। ভয়ে রাজা ব্রাহ্মণের হৈল পদানত॥ কুকর্ম্ম করেছি আমি সবার কথায়। ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছু না দেখি উপায়॥ ক্ষম অপরাধ যদি হইয়া সদয়। যা বলিবে তা করিব জানিবে নিশ্চয়॥ বুঝিয়া রাজার ভাব কহিছে ব্রাহ্মণ। এক যুক্তি আছে যদি করহ

প্রেশম ॥ যেমন আমার বধূ দিলে অন্যজনে। তোমার নন্দিনী দেহ আমার নন্দনে। এ কথা যে কহিলাম না হইবে আন। নহিলে তোমার রাজ্য নাহি পরিত্রাণ ॥ তবে রাজা কন্যারে লইয়া ততক্ষণে। গন্ধর্ব্ব বিবাহ দিল ব্রাহ্মণ নন্দনে ॥ শশী মৌলিদেব হয়ে হরষিত মন। রাজকন্যা লয়ে দোঁহে করয়ে গমন ॥ গৃহে বধূ হয়ে ছিল যে ব্রাহ্মণ ॥ অন্তঃপুরে থাকিয়া শুনিল বিবরণ ॥ ভাবিয়া চিন্তিয়া মনে হইল গোপন। মুখে হৈতে গুটিকাকে করিল ক্ষেপণ ॥ আপনার নিজ মুর্ত্তি ব্রাহ্মণ ধরিয়া। শশী মৌলিদেব দোঁহে ধরিলেক গিয়া ॥ ওহে শশী মৌলিদেব কি কর্ম্ম করিলে। আমার রমণী কোথা লইয়া চলিলে ॥ শশী বলে রাজকন্যা আমার যুবতী। আমার সহিত বিভা দিয়াছে ভূপতি ॥ মৌলিদেব প্রতি তবে কহিছে ব্রাহ্মণ। রাজ কন্যা মম ভার্য্যা তুমি তাহা জান ॥ আছয়ে সন্তান মোর ইহার গর্ভেতে। তাহারে লইয়া যাও কোন বিচারেতে ॥ এই রূপে দ্বন্দ্ব তারা করে দুইজন। বেতাল বিক্রমাদিত্যে কহিছে তখন ॥ শশী মৌলিদেব আর ব্রাহ্মণ কুমার। বল দেখি রাজকন্যা হইবে কাহার ॥ রাজকন্যা পাবে শশী গন্ধর্ব্ব নন্দন। শাস্ত্রের বিধান এই কহিনু বচন ॥ পুনরপি বেতাল কহিছে নৃপবরে। বিপ্রের সন্তান আছে কন্যার উদরে ॥ কেমনে পাইবে শশী রাজার কুমারী। কি কথা কহিলে কিছু বুঝিতে না পারি ॥ রাজা বলে শুন তবে করি নিবেদন। পিতৃদত্তা কন্যা এই বেদের বচন ॥ পিতা তার আপনার কন্যাকে লইয়া। শশীর করিতে কর দিল সমর্পিয়া ॥ রাজা দান দিল শশী গ্রহণ করিল। কুটুম্ব বান্ধবগণ সকলে দেখিল ॥ কামাতুর হয়ে সেই ব্রাহ্মণ কুমার। কন্যা সহ গোপনেতে করিল বিহার ॥ ইহাতে বিবাদ সিদ্ধ না হয় কখন। ভারতে প্রমাণ আছে ব্যাসের বচন ॥ পিতৃগৃহে কুন্তীদেবী অদত্তা যখন। দিবাকর সহিত হইল সংঘটন ॥ তাহাতে জন্মিল কর্ণ ভাসাইয়া দিল। তার পর পাণ্ডু রাজা

বিবাহ করিল॥ অতএব মহাশয় করি নিবেদন। রাজকন্যা পাবে শশী গন্ধর্ব্ব নন্দন॥ এত শুনি বেতাল হইল হৃষ্ট মতি। শিংশপা বৃক্ষেতে পুনঃ গেল শীঘ্রগতি॥ কালীদাস বিরচিল পাঁচালী হরিষে। ত্রয়োদশ কথা এই বেতাল পঁচিশে॥

চতুর্দ্দশ প্রশ্ন কথন।

পয়ার। শব পলাইয়া গেল ভুপতি চিন্তিত। পুনর্ব্বার বৃক্ষে গিয়া উঠিল ত্বরিত॥ শব রূপ বেতাল ধরিল নৃপবর। অবিলম্বে লয়ে যায় সন্ন্যাসী গোচর॥ বেতাল বিক্রমাদিত্যে কহিছে তখন। কোথা যাও প্রশ্ন বলি করহ শ্রবণ॥ বিদ্যাধর নামে এক আছয়ে ভুপতি। হিমালয় পর্ব্বতে সে করয়ে বসতি॥ জীবকেতু নাম ধরে তাহার রমণী। পুত্রের কামনা সদা করে সেই ধনী॥ ভক্তি ভাবে ভবানী ভাবয়ে একমন। নিত্য২ কল্পবৃক্ষ করে আরাধন॥ বরপেয়ে তুষ্ট হয়ে গৃহেতে চলিল। বৎসরেক মধ্যে পুত্র প্রসব হইল॥ সর্ব্ব সুলক্ষণ পুত্র দেখিয়া রাজন। মহা মহোৎসব করে আনন্দিত মন॥ বেদ বিধি মতেতে করিল সংস্কার। জীমুতবাহন নাম রাখিল তাহার॥ দিনে দিনে বড় হৈল রাজার নন্দন। শুক্লপক্ষে শশধর জানিবে যেমন॥ রূপবান বলবান ধর্ম্মপথে মন। পুলকে পূর্ণিত রাজা দেখিয়া নন্দন॥ কতদিন পরেতে ভুপতি বিদ্যাধর। পুত্রে রাজ্য ভার দিয়া হৈল অবসর। জীমূতবাহন যদি হইল ভুপতি। রাম রাজ্যে প্রায় সবে করয়ে বসতি॥ সুবৃষ্টিত সর্ব্ব শস্য পরিপূর্ণ ক্ষিতি। বৃক্ষ সব ফলবান গাভী দুগ্ধবতী॥ মিথ্যা বাক্য নাহি কয় স্বধর্ম্মেতে মন। নাহি জানে রোগ শোক অকাল মরণ॥ ভক্তিভাবে আসিয়া জীমুত নৃপবরে। নিত্য২ সেই কল্পবৃক্ষ সেবা করে॥ এক দিন কল্পবৃক্ষ হইয়া সদয়। জীমুতবাহন ভুপতির প্রতি কয়॥ তোমার ভক্তিতে তুষ্ট হইয়াছে মনে। বর যাহা চাহ তাহা দিব এই ক্ষণে। জীমুতবাহন বলে করি নিবেদন। আমার রাজ্যেতে

আছে যত প্রজাগণ ॥ সবে ধনবান হবে সতোষে থাকিবে। অনুকূল হয়ে মোরে এইবর দিবে॥ কল্পবৃক্ষ বলে রাজা তুমি পুণ্যবান। তোমার পুণ্যেতে সব হবে ধনবান ॥ জীমুত বাহন তবে গৃহেতে চলিল। প্রজাগণ লক্ষ্মীমন্ত ক্রমেতে হইল ॥ কত-দিন পরেতে রাজার জ্ঞাতিগণ। কল্পবৃক্ষের বরেতে পাইয়া বহুধন ॥ মন্ত্রণা করিয়া সবে একত্রে মিলিল। রাজার সহিত আসি যুদ্ধ আরম্ভিল ॥ পিতার সাক্ষাতে কয় জীমুত বাহন। যুদ্ধ করিবারে আসিয়াছে জ্ঞাতিগণ ॥ আমি গিয়া যুদ্ধ করি যদি আজ্ঞা হয়। মুহূর্ত্তেকে সকলে করিব পরাজয় ॥ পিতা বলে শুন বাপু জীমুতবাহন। তব উপযুক্ত নহে জ্ঞাতি সহ রণ ॥ অনিত্য অধিক সুখ রাজ্য অধিকার। জ্ঞাতিবধ পাপে বাছা নাহিক নিস্তার ॥ যুদ্ধে প্রয়োজন নাহি কর অবধার। ক্ষমাতে সকল রক্ষা হইবে তোমার ॥ ধর্ম্ম পুত্র যুধিষ্ঠির বুঝিতে নারিল। রাজ্য লোভে দুর্য্যোধন সবংশে মরিল ॥ জ্ঞাতিবধ পাপ ভয় পশ্চাতে হইল। সবে মেলি অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভিল ॥ তবে সে পাপেতে মুক্ত পাণ্ডুর তনয়। জ্ঞাতির সহিত যুদ্ধ উপযুক্ত নয় ॥ পিতার বচন শুনি জীমুতবাহন। জ্ঞাতিগণে রাজত্ব দিলেক ততক্ষণ ॥ রাজ্যভ্রষ্ট হৈয়া পিতা পুত্র দুইজন। মলয়াপর্ব্বতে গেল তপস্যা কারণ ॥ পর্ব্বত উপরে এক কুঠির বান্ধিল। বিদ্যাধর রাজা তপস্যায় মন দিল ॥ করয়ে পিতার সেবা জীমুতবাহন। তথায় আইল এক মুনির নন্দন ॥ দুইজনে অতিশয় প্রণয় হইল। সেইস্থানে দুই জনে বন্ধুতা করিল ॥ এক দিন দুইবন্ধু একত্র হইয়া। মলয়া পর্ব্বতে ফিরে ভ্রমণ করিয়া ॥ একস্থানে দেখিলেক দেবতার স্থান। অষ্টভুজা মহামায়া বিরাজিত মান ॥ দরশনে লোমা-ঞ্চিত জীমুত বাহন। অষ্টাঙ্গে প্রণাম করে গদগদ মন ॥ ভগ-বতীর নিকটেতে রাজার নন্দিনী। সখী সঙ্গে বীণাবাদ্য করে সেই ধনী ॥ পরমাসুন্দরী যেন মদনের রতি। হাবভাব ষোল-কলা পূর্ণ রসবতী ॥ দুইজনে কটাক্ষ হইল নিরীক্ষণ। দোঁহে দোঁহা দেখিয়া ব্যাকুল হইল মন ॥ কলেবর জ্বর জ্বর প্রবল

বদন। সখী সম্বোধন কয় জীমুতবাহন ॥ হাব ভাব কটাক্ষেতে বিদ্যাধরী জিনি। পরমা সুন্দরী কন্যা কাহার নন্দিনী ॥ অনত আছয়ে কিম্বা বিবাহ হৈয়াছে। স্বরূপ বচনে সখী কহ মোর কাছে ॥ সখী বলে মোর বাক্য কর অবধান। নামেতে প্রলয় কীর্ত্তি ভুপতি প্রধান ॥ বিবাহ না হয় কন্যা তাহার দুহিতা। নামেতে মলয়াবতী সর্ব্ব গুণান্বিতা ॥ জীমুতবাহন শুনি নিরস্ত হইল। সখী সম্বোধনে কন্যা কহিতে লাগিল ॥ হবে রাজপুত্র দেখি কন্দর্প আকার। কাহার নন্দন তুমি কি নাম তোমার ॥ স্বরূপ কহিবে না করিবে প্রতারণ। এখানেতে আসিয়াছ কিসের কারণ ॥ জীমুতবাহন তারে কহিছে তখন। বিদ্যাধর নাম রাজা বিখ্যাত ভুবন ॥ কুলে শীলে কীর্ত্তি দানে ধর্ম্মপরা য়ণ। তাহার নন্দন নাম জীমুতবাহন ॥ ধনবান দেখিয়া যতেক জ্ঞাতিগণ। যুদ্ধ আরম্ভিল আসি রাজ্যের কারণ। জ্ঞাতিবধ পাপ ভয়ে না করিলাম রণ। রাজ্য দিয়া পিতা পুত্রে আসি-য়াছি বন ॥ মলয় পর্ব্বতে এক কুটীর বান্ধিয়া। দুইজনে রহি-য়াছি তপস্বী হইয়া ॥ এত শুনি রাজকন্যা গৃহেতে যাইয়া। কারে কিছু না কহিল রহিল শুইয়া ॥ রাজকন্যা না দেখিয়া বিষাদিত মন। পিতার নিকটে যায় জীমুতবাহন ॥ দ্বিতীয় প্রহর বেলা হইল যখন। রাজকন্যা প্রতি কহে সহচরীগণ ॥ অসময় নিদ্রা যাও কিসের কারণ। উঠ২ ঠাকুরাণী করহ ভোজন ॥ মনেতে কপট নিদ্রা জাগিয়া ঘুমায়। উত্তর নাহিক দিল দাসীর কথায় ॥ ভাব বুঝি দাসী গিয়া রাণীরে কহিল। রাণী গিয়া কন্যা প্রতি জিজ্ঞাসা করিল ॥ কেন বাছা এতক্ষণ না কর ভোজন। অভিমানে নিদ্রা যাও কিসের কারণ ॥ কি দুঃখেতে দুঃখিত তুমি কহ বিবরণ। এত বলি কোলে লয়ে করয়ে চুম্বন ॥ মায়ের সোহাগে মান অধিক বাড়িল। কা-ন্দিতে কান্দিতে সবে কহিতে লাগিল ॥ তোমারে জননী লাজে কহিবারে নারি। লোকের গঞ্জনা আর সহিতে না পারি ॥ বয়স হইল এত বিবাহ না হয়। আকার ইঙ্গীতে লোক কত কথা কয় ॥ সহ্যতা না হয় মোর লোকের বচন ॥

গরল করিয়া পান ত্যজিব জীবন॥ শুনিয়া কন্যার কথা রাণীর বিস্ময়। রাগান্বিতা হইয়া রাজারে গিয়া কয়॥ গৃহেতে অদত্তা কন্যা হইল যুবতী। মনোযোগ নাহি কর কেন হে ভূপতি॥ নিশ্চিত হইয়া আছ কি ভাব অন্তরে। দেখিলে নাতির মুখ বিভা দিবে পরে॥ দিবানিশি নাহি জ্ঞান রাজ কর্ম্মে রত। লোকেতে হইল রত বিরুদ্ধ ধর্ম্মত॥ শুনিয়া রাণীর কথা ভূপতি চিন্তিত। পয়ার প্রবন্ধে কালীদাস বিরচিত॥

ত্রিপদী। শুনিয়া রাণীর কথা, রাজা করে হেট মাথা, অপরুদ্ধ হইয়া তখন॥ ডাকি পাত্র মিত্রগণে, কহিলেক স্বনন্দনে, শুন বাপু আমার বচন। মলয়াবতীর বিভা, একপক্ষ মধ্যে দিবা, পাত্র গিয়া কর অন্বেষণ। শুনিয়া ঐ সব কথা, বলে কন্যা শুন মাতা, আর কিছু করি নিবেদন॥ বিদ্যাধর নামে রাজা, ধনবান সব প্রজা, পুণ্যবান বিখ্যাত ভুবনে। অবহার করি রণে, রাজ্য দিয়া জ্ঞাতিগণে, পিতা পুত্রে আছেন কাননে॥ জীমূতবাহন নাম, রূপে গুণে অনুপম, বিদ্যাধর রাজার নন্দন॥ ভগবতী চরণেতে, এসেছিল প্রণমিতে, আমার সহিত দরশন॥ কহিলাম আমি এই, উপযুক্ত পাত্র সেই, অন্য বরে নাহি প্রয়োজন। রাণী গিয়া ততক্ষণ, কহে সব বিবরণ, শুনে রাজা আনন্দিত মন॥ রাজা বলে শুন রাণী জীমূতবাহনে আনি, বিদ্যাধর রাজার তনয়। কন্যার অদৃষ্টে থাকে, স্বামী পাইবেক তাকে, আমার মনেতে নাহি লয়॥ বিদায় করিয়া মনে, ডাকিয়া নিজ নন্দনে, নৃপবর কহিছে তখন। বিদ্যাধর নামে রাজা, জাত্যংশেতে মহাতেজা, পিতা পুত্রে আসিয়াছে বন॥ জীমুত বাহন নাম, রূপে গুণে অনুপম, কন্যা দান করিব সে জনে। আমার বচন ধর, শীঘ্র লগ্ন স্থির কর, আন গিয়া জীমূতবাহনে॥ শুনি পিতার বচন, তবে রাজার নন্দন, তরি বায়ে করিল গমন। বিদ্যাধর রাজা যথা, উপনীত হৈল তথা, পরিচয় দিলেক তখন॥ বিদ্যাধর নৃপরায়, সমাদর কর তায়, বসিবারে দিল কুশাসন॥ কেন বাপু

কি কারণ, কহ কোন প্রয়োজন, আসিয়াছ আমার সদন ॥ রাজার নন্দন কয়, শুন তবে মহাশয়, মোর বাক্য কর অবধান। এসেছি তোমার কাছে, আমার ভগিনী আছে, জীমূত বাহনে দিব দান। এত শুনি নৃপবর, হয়ে হরষিতান্তর, অঙ্গীকার করে ততক্ষণে। তবে রাজার নন্দনে, লয়ে জীমূতবাহনে, উপনীত আপন ভবনে ॥ জয় জয় কল রব, পুলকে পূর্ণিল সব, মলয়াবতীর বিভা হবে। কুটুম্ব বান্ধবগণে, করে রাজা নিমন্ত্রণে, অধিষ্ঠান হৈল আসি সবে ॥ মলয়কেতু রাজনে, শুভদিনে শুভক্ষণে, কন্যা দিল জীমূতবাহনে। স্ত্রী আচার আদি যত, করে বেদ বিধিমত, হুলাহুলী দেয় রামাগণে ॥ তবে রাজকন্যা লয়ে, বাসর ঘরেতে গিয়ে, বিভাবরী বঞ্চন করিল। রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিয়া বন্দ, বৈদ্য কালীদাস বিরচিল ॥

পয়ার। প্রভাতে উঠিয়া তবে জীমূতবাহন। প্রণাম করিতে গেল পিতার চরণ ॥ বিবাহ হয়েছে শুনি পিতার আহ্লাদ। দূর্ব্বা পুষ্প দিয়া তারে করে আশীর্ব্বাদ ॥ পুত্রে প্রতি নৃপবর কহিল তখন। শ্বশুর আলয়ে পুনঃ করহ গমন ॥ পাইয়া পিতার আজ্ঞা জীমূতবাহন। শ্বশুর আলয়ে উপনীত ততক্ষণ ॥ জামাতা আইল দেখি সবে হৃষ্ট মন। নানা উপহারে তারে করায় ভোজন। সমাদরে তুষ্ট হয় জীমূতবাহন। সেই স্থানে কিছুকাল করয়ে বঞ্চন ॥ বিশ্ববসু নামে সেই রাজার নন্দন। শ্যালকের প্রতি কহে জীমূতবাহন ॥ চল ভাই একত্র হইয়া এই দুই জন। মলয় পর্ব্বতে গিয়া করিব ভ্রমণ ॥ এত বলি দুইজনে প্রভাতে উঠিয়া। মলয়া পর্ব্বতে ফিরে ভ্রমণ করিয়া ॥ একস্থানে অসম্ভব দেখিলেক গিয়া। পর্ব্বত সমান অস্থি আছয়ে পড়িয়া ॥ বিস্ময় হইল দেখি জীমূতবাহন। শ্যালকের প্রতি তবে জিজ্ঞাসে তখন ॥ বিশ্ববসু বলে তবে শুন বিবরণ। পাতাল পুরেতে যত থাকে নাগগণ ॥ গরুড় পাতালে যায় আহার কারণ। ধরিয়া সকল নাগে করয়ে ভক্ষণ ॥ প্রমাদ গণিয়া সবে মন্ত্রণা করিল। গরুড়ে

করিয়া স্তুতি কহিতে লাগিল। তোমার ভয়েতে সবে পৃথিবী ছাড়িয়া। পাতাল পুরেতে বাস করেছি আসিয়া॥ পাতালেতে পাপিনী আইলে পুনর্ব্বার। তবে আমা সবাকার না দেখি নিস্তার॥ অনুকূল নাগপ্রতি হও খগপতি। একযুক্তি বলি যদি লয় তব মতি॥ বিভাগ করিয়া গৃহ প্রতি একজন। নিত্য এক নাগ দিব করিবে ভক্ষণ॥ মলয় পর্ব্বতে গিয়া যেন জন থাকিবে। সেই স্থানে সেই নাগে ভক্ষণ করিবে॥ নিশ্চয় জানিবে এই ধর্ম্মত আকার। পাতাল পুরেতে তুমি না আসিবে আর॥ এত শুনি গরুড়ের দয়া উপজিল। মলয় পর্ব্বতে আসি উড়িয়া বসিল। ততক্ষণে আইল তথা নাগ একজন। গরুড় দেখিয়া তারে করিল ভক্ষণ॥ সেসব নাগের অস্থি দেখ বিদ্যমান। স্থানে২ রহিয়াছে পর্ব্বত প্রমাণ॥ জীমূতবাহন শুনি হইল বিস্ময়। বিশ্ববসু শ্যালের প্রতি তবে কয়॥ তুমি আগে গৃহে গিয়া করহ ভোজন। আমি দেবালয়ে যাব পূজার কারণ॥ এতশুনি বিশ্ববসু গৃহেতে চলিলা। জীমূত বাহন তবে পর্ব্বতে রহিল॥ হেনকালে শুনিলেক ক্রন্দনের ধ্বনি। শব্দ অনুসারে তথা চলিল তখনি। দেখে গিয়া নাগকন্যা বৃদ্ধা একজন। সঙ্গেতে আছয়ে তার যুবক নন্দন॥ জীমূতবাহনবলে কহ কি কারণ। উচ্চৈঃস্বরে কি লাগিয়া করহ রোদন॥ করিছ রোদন কেন কি কর জিজ্ঞাসা। আমি অতি অভাগিনী মন্দ মোর দশা॥ শঙ্খচূড়া নামে এই আমার নন্দন। এখনি গরুড় আসি করিবে ভক্ষণ। এক পুত্র বিনা মোর কেহ নাহি আর। পুত্রের মরণে গতি কি হবে আমার॥ এত বলিনাগ কন্যা করয়ে রোদন। জীমূতবাহন তারে কহিছে তখন। শুন নাগ কন্যা তুমি আমার বচন। ধৈর্য্য হও রোদন করহ সম্বরণ॥ গৃহেতে লইয়া যাও আপন সন্তান। শঙ্খচূড়া বদলে আমার দিব প্রাণ॥ নাগ কন্যা বলে বাছা আহা মরি২। শঙ্খচূড়া অধিক তোমারে জ্ঞান করি॥ আমার কপাল মন্দ তুমি কি করিবে। পরের লাগিয়ে বাপু কেন প্রাণ দিবে॥ শঙ্খচূড়া বলে

কিছু করি নিবেদন। পরমায়ু শেষ মোর হইবে মরণ॥ প্রাণাধিক বস্তু কিছু নাহি ত্রিভুবনে। হেন প্রাণ দেহ কেন আমার কারণে॥ জীমূতবাহন বলে কয়েছি যে কথা। কখন আমার বাক্য না হবে অন্যথা। মায়ের সহিত তুমি যাহ নিকেতন। গরুড় আসিয়া মোরে করুক ভক্ষণ॥ এত শুনি শঙ্খচূড়া অন্তর হইল। জীমূতবাহন সেই স্থানেতে রহিল॥ হেনকালে স্বর্গ হৈতে আইল খগপতি। অকালে হইল যেন প্রলয় উৎপত্তি॥ ভয়ঙ্কর মুর্ত্তি তার দেখি লাগে ডর। উড়িয়া বসিল আসি পর্ব্বত উপর॥ পদভরে নখ দিয়া পাতালে প্রবেশে। জ্ঞান হয় মুখ তার উঠিল আকাশে॥ চন্দ্রসূর্য্য প্রায় যেন দুই চক্ষু জ্বলে। দুই দিক বন্ধ করে পাখা বিস্তারিলে॥ হইল যোজন শত নয়নের মণি। উদর বৃহৎ কত বর্ণিতে না জানি॥ জীমূতবাহনে ঠোঁটে তুলিয়া লইল। অবিলম্বে শূন্য মার্গে নাড়িতে লাগিল॥ অঙ্গ হইতে খসিয়া পড়িল আভরণ। কাতর হইয়া করে রুধির বমন॥ বসিয়া মলয়াবতী অট্টালিকাপরে। সখী সঙ্গে নানা রঙ্গে আপনার ঘরে॥ হেন কালে তার অঙ্গে রুধির লাগিল। রামাকৃত আভরণ সম্মুখে পড়িল॥ দেখিয়া মলয়াবতী হইল মুর্চ্ছিত। ক্ষণেক বিলম্বে তবে পাইয়া সম্বিত॥ মাতা পীতা নিকটে কহিল বিবরণ। গরুড় নিকটে সবে করিল গমন॥ শঙ্খচূড়া ডাকিয়া কহিছে বারে বার। কি হেতু গরুড় তুমি কর অবিচার॥ আমারে ছাড়িয়া কেন ধর অন্য জন। এমত কুকর্ম্ম তুমি কর কি কারণ। এত শুনি বিস্ময় হইয়া খগপতি। জীমূতবাহনে উগারিল শীঘ্রগতি॥ গরুড় জিজ্ঞাসা করে তুমি কোন জন। কি জাতি কোথায় ঘর কাহার নন্দন॥ জীমূতবাহন বলে করি নিবেদন। পরিচয়ে পক্ষরাজ কোন প্রয়োজন॥ যে হই এখন আমি হয়েছি আহার। আমারে খাইলে পাপ নাহিক তোমার॥ গরুড় কহিছে পুনঃ জীমূতবাহনে। স্বইচ্ছায় দেহ প্রাণ কিসের কারণে॥ করযোড় করি বলে জীমূতবাহন। পর উপকার হেতু

ত্যজিবে জীবন॥ এতশুনি খগেশ্বর কহে পুনর্ব্বার। পরের যাউক প্রাণ রাখ আপনার। আশ্চর্য্য এমন আমি না শুনি কখন। পরের লাগিয়া আত্মা করিবে নিধন॥ জীমুতবাহন বলে করি নিবেদন। অনিত্য মানব দেহ বিনতা নন্দন॥ জন্ম হইলে মৃত্যু আছে নিতান্ত জানিবে। এখনি হইবে কিম্বা যুগান্তে হইবে। পর উপকারী ব্যক্তি হয় যেই জন। ক্রমে ক্রমে উচ্চপদে করয়ে গমন॥ পুন পুন ঘর্ষনেতে সুগন্ধি চন্দন। পুন পুন পোড়াইলে উজ্জ্বল কাঞ্চন। পুন পুন মরিয়া উত্তম পায় গতি। পুনঃ২ জন্ম হয়ে ধর্ম্মে হয়মতি। এত শুনি খগপতি হরিষ অন্তর। জীমুতবাহনে বলে লহ কিছু বর॥ তুষ্ট হইলাম আমি তোমার বচনে। যেই বর চাহ তাহা দিব এইক্ষণে॥ জীমুতবাহন বলে শুন মহাশয়। এই বর চাহি তবে দিতে আজ্ঞা হয়॥ এত বলি যত নাগ করেছ ভক্ষণ। প্রাণদান পায় পুনঃ সেই নাগগণ॥ শুনিয়া বিস্ময় জ্ঞান গরুড়ের হয়। সাধু২ জীমুতবাহন প্রতি কয়॥ তুমি পুণ্যবান অতি তোমার পুণ্যেতে। পাইবেক প্রাণদান সকল নাগেতে॥ আপনার রাজ্যে তুমি হবে গিয়া রাজা। সকল ভুপতি আসি করিবেক পূজা॥ এত বলি খগেশ্বর পাতালে চলিল। অমৃত আনিয়া নাগগণে বাঁচাইল॥ আশীর্ব্বাদ করে সবে জীমুতবাহনে। পাতালে প্রবেশ করি যত নাগগণে॥ গরুড়ের ভয়েতে যতেক জ্ঞাতিগণে রাজ্য দিয়ে রাজা করে জীমুত বাহনে॥ বেতাল বিক্রমাদিত্যে জিজ্ঞাসে তখন। কহিলাম শুনিলে সকল বিবরণ॥ খগপতি শঙ্খচূড়া জীমুতবাহন। ইহার মধ্যেতে সত্যাধিক কোন জন॥ কহিছে বিক্রমাদিত্য শুন মহাশয়। শঙ্খচূড়া সত্যাধিক জানিবে নিশ্চয়॥ বেতাল কহিছে পুনঃ শুনহে রাজন। শঙ্খচূড়া সত্যাধিক কিসের কারণ॥ পর উপকারে যেবা ত্যজয়ে জীবন। সত্যাধিক কেন না হইল সেই জন॥ কহিছে বিক্রমাদিত্য করি নিবেদন। ক্ষত্রি কুলোদ্ভব সেই জীমুতবাহন॥ ক্ষত্রি ধর্ম্মে মৃত্যু ভয় নাহি করে জ্ঞান। পর উপকারে ত্যজিবারে পারে

প্রাণ ॥ শঙ্খচূড়া নাগ দেখে প্রাণ দান দেয়ে। পুনর্ব্বার উচ্চৈঃস্বরে কহিছে ডাকিয়ে ॥ আমি শঙ্খচূড়া এই আছি বিদ্যমান। তবে কেন ভক্ষণ করহ অন্যজন ॥ নাইন কেন মন না করিলু মৃত্যুভয়। না পলায়ে গরুড়ে ডাকিয়ে কেন কয়। অতএব মহাশয় আমার বিচারে। শঙ্খচূড়া নাগ সত্যাধিক হৈতে পারে। এত শুনি বেতালের হরিষ অন্তর ॥ পুনর্ব্বার চলিল শিংশপা বৃক্ষপর ॥ পয়ার প্রবন্ধ কয় কালীর দাসে। চতুর্দ্দশ প্রশ্ন এই বেতাল পঁচিশে ॥

পঞ্চদশ প্রশ্ন কথন।

পয়ার ॥ পুনর্ব্বার নৃপবর বৃক্ষোপরে গিয়া। শব রূপ বেতালেরে আনিল ধরিয়া। সন্ন্যাসীর নিকটেতে করিছে গমন। বেতাল জিজ্ঞাসে কোথা যাইবে রাজন ॥ তোমার সিদ্ধান্ত শুনি তুষ্ট হৈল মন। আর এক প্রশ্ন বলি করহ শ্রবণ ॥ অচিন্ত্য শিখর নামে আছয়ে নগর। সুধসেন নামেতে তথায় নৃপবর ॥ রত্নদত্তনামে তথা সাধু একজন। সাত ডিঙ্গা পরি পূর্ণ আছে তার ধন ॥ উন্মাদিনী নাম ধরে তাহার নন্দিনী। পরমাসুন্দরী রূপে বিদ্যাধরী জিনি। তাহার সৌন্দর্য্য কত করিব বর্ণনা। যে দেখে উন্মাদ হয় পাসরে আপনা ॥ সেই হেতু নাম তার রাখে উন্মাদিনী। বিবাহ না হয় কন্যা যৌবন তরুণী ॥ এমন সুন্দরী কন্যা বিভা দিব কারে। ভাবিয়া চিন্তিয়া সাধু কহিল রাজারে ॥ শুন নৃপবর কিছু নিবেদন করি। কন্যা রত্ন আছে এক পরমা-সুন্দরী ॥ যদ্যপি গ্রহণ তুমি কর মহাশয়। তোমারে সে কন্যা দিতে পারি সুনিশ্চয় ॥ রাজা বলে সুলক্ষণা কন্যা যদি হয়। বিবাহ করিব তারে অকর্ত্তব্য নয় ॥ এতবলি বন্ধুজনে দিলেক কহিয়া। সাধুরনন্দিনী সবে দেখ দেখি গিয়া ॥ পাইয়া রাজার আজ্ঞা চলিল ত্বরিত। সাধুর নিবাসে গিয়া হৈল উপস্থিত ॥ উন্মাদিনী কন্যা আনি দেখায় তখন। দেখিয়া কন্যার রূপ সবে অচেতন ॥ বদন সরোজ জিনি

তিলফুল নাস। ॥ মৃণাল ভ্রমর জিনি মকরন্দ আশা ॥ ভুরুর ভঙ্গিমা কিবা যেন কাম ধেনু। ললাটে সিন্দুর বিন্দু প্রকাশিত ভানু ॥ দশন মুকুতা পাতি অতি সুশোভন ॥ মনোহর ওষ্ঠাধর বিম্বের বরণ ॥ মৃদু হাসে তম নাশে যেন সৌদামিনী ॥ কোকিলের রব জিনি মধুর ভাষিণী ॥ দুই কর করীবর শুণ্ডের আকার। চম্পক কলিকা হেন অঙ্গুলী তাহার ॥ নখছটা চন্দ্র যেন উচ্চ কুচ গিরি। নাহি সুগভীর কটি জিনিয়া কেশরী। যুগ্ম উরু রম্ভা তরু মরালগামিনী। সর্ব্ব সুলক্ষণ সেই সাধুর নন্দিনী। সবাকার চমৎকার দেখিয়া সৌন্দর্য্য। বয়সা অতীত পর হইলে অধৈর্য্য ॥ ভূপতির বন্ধুগণে করে বিবেচনা। এ কন্যা পাইলে রাজা রাজ্য করিবে না ॥ অন্তঃপুরে থাকিবেক ইহাকে লইয়া। কে আর করিবে রাজ্য যাইবে বহিয়া ॥ মন্ত্রণা করিয়া এবে ভূপতিরে কয়। দেখিলাম সাধুকন্যা সুলক্ষণা নয় ॥ এত শুনি কহিতে লাগিল নৃপবর। অকর্ত্তব্য হইয়াছে শুন সওদাগর ॥ শুনিয়া রাজার কথা সাধু দুঃখ মন। করিতে লাগিল অন্য পাত্র অন্বেষণ ॥ বলভদ্র নামেতে রাজার সেনাপতি। তাহাকে দিতে কন্যা হইল সম্মতি ॥ শুভ দিন শুভলগ্ন নির্ণয় করিল। বন্ধুগণে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিল ॥ বলভদ্র আনে বহু করি সমাদর। উন্মাদিনী কন্যা বিভা দিল সওদাগর ॥ পরমাসুন্দরী কন্যা পাইয়া যুবতী। দিনে২ অতিশয় বাড়িল পিরীতি ॥ এইরূপে কিছুকাল করিয়া বঞ্চন। রাজারে লইয়া তবে শুন বিবরণ ॥ এক দিন উন্মাদিনী অট্টালিকাপরে। রাজপথ নিরীক্ষণ সখী সঙ্গে করে ॥ নবঘন মাঝে যেন তড়িতের আভা। উন্মাদিনী রূপে করে অট্টালিকা শোভা ॥ হেনকালে নৃপবর করয়ে গমন। উন্মাদিনী সহিত হইল দরশন ॥ কুলক্ষণা কন্যা বলি ত্যজিল রাজন। লজ্জাহীনা হৈয়া দেখা দিল সে কারণ ॥ কন্যার দেখিয়া রূপ রাজা অচেতন। সম্বিত পাইয়া পাত্রে জিজ্ঞাসে তখন ॥ কাহার নন্দিনী এই কাহার রমণী। এমত সুন্দরী আর না দেখি কামিনী ॥ যুড়িয়া উভয় কর কহিছে

মন্ত্রিণী। উন্মাদিনী এই কন্যা সাধুর নন্দিনী॥ সে কন্যা তোমারে সাধু দিতে চেয়ে ছিল। সেই কন্যা বলভদ্র বিবাহ করিল॥ ব্যাকুল হইয়া রাজা গৃহেতে চলিল। উন্মাদিনী রূপ হৃদে জাগিতে লাগিল॥ মনোদুঃখে তনুদহে অতি রাগান্বিত। বন্ধুগণে কহিলেক হইয়া কুপিত॥ সাধুর নন্দিনী দেখি সর্ব্ব সুলক্ষণা। তবে কেন আমারে করিল প্রতারণা॥ বুঝিতে না পারি কিছু ইহার কারণ। আপ্ত জন কর্ম্ম নহে কখন এমন॥ ভুপতি প্রতি তবে বন্ধুগণ কহে। দৈবকর্ম্মে সাধু কন্যা সুলক্ষণা নহে॥ সেই হেতু মহারাজ করেছি বারণ। অপরাধ করিয়াছি করহ মার্জ্জন॥ অপরুদ্ধ হইয়া যতেক বন্ধুগণ। করিতে লাগিল সবে অন্য আলাপন॥ কামানলে তনু জ্বলে কি হবে উপায়। ঔদাস্য হইয়া রাজা করে হায়২॥ বুঝিয়া রাজার ভাব ভাবে সর্ব্বজন। কহিল তাহার মন্ত্রী সব বিবরণ॥ বলভদ্রে বলে তবে ভাবনা কি তার। কালীদাস কহে কালীপদ মাত্র সার॥

লঘু-ত্রিপদী। বলভদ্র গিয়া, প্রণাম করিয়া, কহিছে রাজার কাছে। কহ কি কারণ, বিষাদিত মন, অসাধ্য কি তব আছে॥ যাহা মনে কর; করিবারে পার; কেবা করিবে অন্যথা। মন্ত্রী বিচক্ষণ; আমারে এখন, কহিয়াছে সব কথা॥ দাসের রমণী, দাসী তারে গণি, তুমি তাহে অধিকারী। যা ইচ্ছা তোমার; আশ্চর্য্য কি তায়, হইবে তোমার নারী॥ দেহ অনুমতি, আনিয়া যুবতী, সমর্পণ করি তায়। তুষ্ট তুমি যায়, করিব নিশ্চয়; স্বরূপে কহিনু রায়॥ কহিছে রাজন, শুনহ বচন, উচিত নহে এমন। যদি প্রাণে মরি, তবু পর নারী, নাহি করি হরণ॥ বলভদ্র কয়, শুন মহাশয়, এই আছে পূর্ব্বাপরে। হৈলে কামোদ্ভব, দেব কি মানব, বেশ্যারে লইয়া বিহারে॥ রাজা কহে পুন;বলভদ্র শুন, উন্মাদিনী বেশ্যা নয়। সতীত্ব ভঞ্জন; করয়ে যে জন; তাহার নরক হয়। বলভদ্র পুনঃ, কহিছে তখন, বেশ্যা তাহারে করিব। পঞ্চস্বামী হবে, বেশ্যা করি তবে, পশ্চাতে তোমারে দিব॥ শুনি নৃপ-

বর, কুপিত অন্তর, কহিতেছে পুনর্ব্বার। উন্মাদিনী সতী ধর্ম্মনষ্ট যদি, করিবে তুমি তাঁহার॥ সমুচিত তবে, প্রতিফল পাবে, বধিব জীবন। কুৎসিত বচন না শুনি এমন, গৃহেতে কর গমন॥ শুনিয়া লজ্জিত, হিতে বিপরীত, বলভদ্র তবে যায়। পুনঃ ভূপবর দুঃখিত অন্তর, হইল পূর্ব্বের প্রায়॥ ত্যজিল আহার, নিদ্রা নাহি তার, দুর্ব্বল হইল ভূপ। উন্মাদিনী ধ্যান, উন্মাদিনী জ্ঞান, সদা হেরে সেই রূপ॥ থাকে অন্য মনে, এলে বন্ধুগণে, নাহি করে আলাপন। প্রথমে ভূপতি, চিন্তাযুক্ত অতি, দ্বিতীয়েতে দরশন॥ তৃতীয় দশাতে, দীর্ঘ নিশ্বাসেতে, ঔদাস্য হইল মন। চতুর্থেতে চর, দিয়া নৃপবর, করি তার অন্বেষণ॥ পঞ্চম দশায়, অনঙ্গ জ্বালায়, করে বপু জ্বালাতন। পঞ্চশর হানি, বধরে পরাণী, কামের হয়েছে পণ॥ ষষ্ঠেতে আহার, না রুচে তার, কম্পন সপ্তম দশায়। মান অপমান, নাহি বাহ্যজ্ঞান, অষ্টমে উন্মাদ প্রায়॥ নবম দশায় শ্বাসগত রায়, দশমে পঞ্চত্ব হয়। ত্রিপদী রচনে, কাশীদাস ভণে, দশদশা এরে কয়॥

পয়ার। উন্মাদিনী শোকে রাজা ত্যজিল জীবন। ক্রন্দন করয়ে যত পুরবাসিগণ॥ পাত্রমিত্র সভাসদ বন্ধুবর্গ জন। হাহাকার করি সবে করয়ে রোদন॥ বলভদ্র সেনাপতি কাঁদিয়া অস্থির। সম্বরিতে নাহি পারে নয়নের নীর॥ শ্মশানে বৈরাগ্য হয়ে বলভদ্র কয়। বাদীয়ার বাজী দেখ সব মিছাময়॥ অনিত্য সংসার ধর্ম্মে মজাইয়া মন। মৃগ তৃষ্ণ প্রায় সব করয়ে ভ্রমণ॥ একে মায়া জালেতে মোহিত সব নর। ষড় রিপু তাহে পুনঃ মন্ত্রী নিরন্তর॥ সেই মন্ত্রী মন্ত্রণাতে ভুলে যদি মন। তবেত করিতে হয় নরকে গমন॥ সুধসেন রাজা যদি ত্যজিল জীবন। আমার রাখিয়া প্রাণে কোন প্রয়োজন॥ এত বলি অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিল। রাজার মরণে বলভদ্র প্রাণ দিল॥ উন্মাদিনী শুনিলেক স্বামীর মরণ। শিরে করাঘাত হানি করয়ে রোদন॥ পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পাপ বুঝি কিছু ছিল। একারণে শাস্ত্রে কাল পূর্ণিত হইল॥ তবে

আর বিলম্বেতে নাহি প্রয়োজন। সহগামী হব আমি কর আয়োজন॥ এত শুনি মাতা পিতা আসি দুইজনে। কত মত বুঝাইল প্রবোধ বচনে॥ উন্মাদিনী বলে পিতা এই শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম। সহগামী হব আমি স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম॥ চতুর্দ্দশেন্দ্র পর্য্যন্ত স্বর্গেতে রহিব। তাহা না করিয়া কেন নরকে মজিব॥ এত বলি মাতা পিতে চরণ বন্দিয়ে। উন্মাদিনী কন্যা গেল সহমৃতা হয়ে॥ ধন্য২ উন্মাদিনী বলে সর্ব্বজন। বেতাল বিক্রমাদিত্যে জিজ্ঞাসে তখন॥ উন্মাদিনী বলে ভদ্র আর নৃপবর। অধিক সাহস কার বিবেচনা কর॥ কহিছে বিক্রমাদিত্য শুন মহাশয়। ভূপতির অধিক সাহস জ্ঞান হয়॥ বেতাল কহিছে পুনঃ শুনহে রাজন। ভূপতির অধিক সাহস কি কারণ॥ রাজা বলে শুন তবে করি নিবেদন। বলভদ্র সেনাপতি রাজার কারণ॥ আপন রমণী দিতে চাহিল যখন। কদাচ ভূপতি নাহি করিল গ্রহণ॥ বলভদ্রে মরণে আশ্চর্য্য নহে জ্ঞান। স্বামী অর্থে সেবকেতে দিতে পারে প্রাণ॥ উন্মাদিনী মরিল আছয়ে তারমর্ম্ম। সহগামী হইবেক যুবতীর কর্ম্ম॥ অতএব সত্যাধিক ভূপতি হইল। শিংশপার বৃক্ষেতে শুনিয়া চলিল॥ কালীপদে কালীদাস মজাইয়া মন। বেতাল পঁচিশে পঞ্চদশ বিবরণ॥

ষোড়শ প্রশ্ন কথন।

পয়ার। পুনর্ব্বার বেতাল ধরিয়া নরপতি। সন্ন্যাসীর নিকটে চলিল শীঘ্রগতি॥ বেতাল জিজ্ঞাসে কোথা যাইবে রাজন। এক প্রশ্ন বলি আর করহ শ্রবণ॥ উজমণি নগরে দেবশর্ম্মা এক জন। গুণাকর নাম ধরে তাহার নন্দন॥ শাস্ত্র অধ্যয়নেতে আলস বড় হয়। দ্যূতক্রীড়া করিতে পারগ অতিশয়॥ কিছুকাল দেবশর্ম্মা স্থানান্তরে গেল। গুণাকর পুত্র তার গৃহেতে রহিল॥ আভরণ বস্ত্র অর্থআদি যাহা ছিল। ক্রমে২ সে সকল পাশায় হারিল॥ কুটুম্ব বান্ধবগণ একত্র হইয়া। গৃহ হৈতে গুণাকরে দিল তাড়াইয়া॥ অভিমানে গুণাকর বিরাগী

হইয়া। দেশ দেশান্তরে ফিরে ভ্রমিয়াং॥ একদিন উপনীত হইল কাননে। নাহি মিলে লোকালয় সশঙ্কিত মনে॥ পথশ্রান্ত ক্লান্ত অতি ক্ষুধায় তৃষ্ণায়। দিবাকর অস্ত গেল নাহিক উপায়॥ হেনকালে বটবৃক্ষ মুলে একজন যোগাসনে বসে আছে মুদ্রিত নয়ন। শিরে জটাভার পরে বাস বাঘছাল। বিভুতি ভুষিত গলে রুদ্রাক্ষের মালা॥ অরুণ বরুণ আজি তেজ পুঞ্জ অতি। গুণাকর দেখিয়া হইল হৃষ্টমতি॥ প্রণাম করিয়া গিয়া সন্ন্যাসিরে কয়। অতিথি হলেম আমি তোমার আশ্রয়॥ সন্ন্যাসী কহিছে আমি করেছি রন্ধন। কপাল হারায় অন্ন করহে ভোজন॥ গুণাকর বলে আমি হই গৃহি জন। শবের মস্তক না করিব স্পর্শন॥ কেমনে এমন অন্ন করিব আহার। যদি কিছু থাকে দেহ অন্য উপহার॥ এত শুনি যোগী তবে ঈষৎ হাসিয়া। যোগিনী আনিল এক মন্ত্র আকর্ষিয়া॥ যোগীর নিকটে আসি যোগিনী তখন। কহিছে আমারে কেন করিলে স্মরণ॥ যোগী বলে দেখ এই ব্রাহ্মণ কুমার। অতিথি হয়েছে আজি আশ্রমে আমার॥ করিবে ইহার সেবা ভুষিয়া মায়াতে। নিজ স্থানে যাবে পুনঃ উঠিয়া প্রভাতে॥ এত শুনি যোগিনীর প্রফুল্ল হৃদয়। মায়াতে করিল স্থান অট্টালিকাময়। গুণাকরে লয়ে গেল অট্টালিকাপরে। উত্তম অম্বর দিল পরিবার তরে॥ খাদ্য দ্রব্য যোগিণী যোগায় ততক্ষণ। নানা উপহার তারে করায় ভোজন॥ কর্পূর তাম্বুল দিল মুখের শোধন। অগোর চন্দন অঙ্গে করায় লেপন॥ অপূর্ব্ব শয্যায় দোঁহে করয়ে শয়ন। যোগিনীর সৌন্দর্য্য কি করিব বর্ণন॥ আশ্চর্য্য দেখিয়া রূপ মোহিত হইল। রতিরসে গুণাকর রজনী বঞ্চিল॥ রতিশ্রান্তে গুণাকর প্রাতে নিদ্রা গেল। প্রভাতে যোগিনী তবে অন্তর্দ্ধান হৈল॥ নিদ্রাভঙ্গে গুণাকর উঠে শীঘ্রগতি। কোথা বা সে অট্টালিকা কোথা সে যুবতী॥ আশ্চর্য্য ভাবিয়া মনে হইল বিস্ময়। যোগীর নিকটে গিয়া

সমাচার কয় ॥ যাহার সঙ্গেতে আমি বঞ্চিনু শর্ব্বরী। প্রভাতে উঠিয়া কোথা গেল সে সুন্দরী যোগী বলে ভ্রান্ স্বপনের দেখি অল্পমতি। মন্ত্র বলে এনে ছিল গেল সে যুবতী ॥ পুনর্ব্বার কেন তারে কর অন্বেষণ। দিবস হইল গৃহে করহ গমন ॥ গুণাকর বলে তবে করি নিবেদন। গৃহেতে আমার কিছু নাহি প্রয়োজন ॥ তোমার চরণ সেবা বাঞ্ছা মোর হয়। যদি সেই মন্ত্র মোরে দেহ মহাশয় ॥ এত শুনি সন্ন্যাসীর দয়া উপজিল। দিব তোরে সেই মন্ত্র ব্রাহ্মণে কহিল ॥ স্নান করি গুণাকর আইল তখন। সেই মন্ত্র যোগী তারে করায় গ্রহণ। কহিলেক তাহারে শুনহ গুণাকর এই মন্ত্র জপ গিয়া জলের ভিতর ॥ জপ সংখ্যা পূর্ণ হৈলে আসিবে হেতায়। অন্য প্রকরণ আছে কহিব তোমায় ॥ এতশুনি গুণাকর হরিষ অন্তর। জলের ভিতর মন্ত্র করিয়া সাধন। উপনীত গুণাকর গুরুর সদন ॥ যোগীর চরণে আগে করিয়া বন্দন। কহিলেক জপসংখ্যা হৈল সমাপন ॥ যোগী বলে চারিদিগে অনল জালিয়া। কিছুকাল তার মধ্যে জপ কর গিয়া ॥ মনের চঞ্চল্য যেন কদাচ না হয়। এই বার সিদ্ধি হবে জানিবে নিশ্চয় ॥ গুণাকর বলে এই বাঞ্ছা মোর মনে। একবার দেশে আমি বান্ধব সজনে ॥ পুনরপি আসি মন্ত্র করিব সাধন। এতবলি নিজ দেশে করিল গমন ॥ দেশে আসি গুণাকর ভাবিছে তখন। আপনার গৃহে নাহি যাব কদাচন। এত বলি মাতুল আলয় উপনীত। পয়ার প্রবন্ধে কালীদাস বিরচিত ॥

পয়ার। গুণাকর আইল দেশে শুনি বন্ধুগণ। দেখিতে চলিল সবে আনন্দিত মন ॥ সম্পর্ক বিহিত মতে করে সম্ভাষণ। আশীর্ব্বাদ করি কেহ দেয় আলিঙ্গন ॥ দেবশর্ম্মা শুনিলে আইল গুণাকর। পুত্রের কারণে দ্বিজ হইয়া কাতর ॥ শীঘ্রগতি চলিল নাহিক চায় পাছে। উপনীত হৈল গিয়া নন্দনের কাছে ॥ পিতারে দেখিয়া গুণাকর ততক্ষণে। প্রণাম করিয়া তাঁর পড়িল চরণে ॥ চির দিনান্তর বিপ্র পা-

ইয়া নন্দন। কোলেতে লইয়া তারে কয়রে রোদন॥ কেন এত দিন বাপু সংসার ত্যজিয়া। দেশে দেশে বেড়াইলা এমন করিয়া॥ বুঝিতে না পার তুমি অবোধ নন্দন। এখন গৃহেতে চল যাই দুইজন॥ গুণাকর বলে পিতা করি নিবে-দন। সংসারে আমার কিছু নাহি প্রয়োজন মিছা মায়া-জালে কেন হইব বন্ধন। নিরন্তর সেবা করি গুরুর চরণ॥ দেবশর্ম্মা বলে গুণাকর অল্পমতি। গৃহেতে তোমার নারী আছয়ে যুবতী॥ সদাচারি স্বধর্ম্মাবালা ক্রিয়ান্বিতা অতি॥ সুদৃশ্যা সুবোধা শান্তা পতিব্রতা সতী॥ এমন রমণী তুমি যদ্যপি ত্যজিবে। ব্রহ্মহত্যা মহাপাপ তোমারে অংশিবে॥ রমণী যৌবনে সদা পীড়িতা মদনে। মন অভিলাষ না পূরায় সেই জনে॥ ঔদাস্য ভাবিয়া যদি করয়ে বর্জ্জন। চণ্ডাল তাহারে বলে বেদের বচন॥ সর্ব্ব গুণান্বিতা নারী গৃহে থাকে যার। গৃহীর অধিক কর্ম্ম নাহি বাপু আর॥ গুণাকর বলে পিতা হয়েছে অজ্ঞান। কেবা কার পিতা মাতা কে কার সন্তান॥ ভাই বন্ধু রমণীর কমল মিথ্যা জানি। মরিলে বন্ধুত্ব থাকে তবে আমি মানি একবার জন্মে জীব আরবার মরে। পুনঃ পুনঃ এইরূপ গতা-য়াত করে শোণিত শুক্রেতে হয় শরীর সঞ্চার। মলমূত্র পূ-র্ণিত তাহাতে আরবার॥ কৃমি কফে জড়িত ভাবিয়া দেখ মনে। অধিক যাতনা তাহে ব্যাধির কারণে॥ মলমূত্র দুর্গন্ধি স্পর্শনে অশুচিত। তাহাতে প্রবৃত্তি হয় এক বিপরীত॥ এই পথে একবার হয়েছে নির্গত। তৎস্বরূপ পথে আর না হইবে রত॥ ভগবতী মায়া এই বুঝা কিছু ভার। কোনরূপে জীবের নিস্তার নাহি আর॥ অতএব মহাশয় করি নিবেদন। সংসার অসার সার গোবিন্দ চরণ॥ যোগশাস্ত্র কিঞ্চিৎ করেছি অ-য়ন। সংসার ধর্ম্মেতে আর নাহি লয় মন॥ এত বলি পিতারে করিয়া নমস্কার সন্ন্যাসীর নিকটেতে গেল পুনর্ব্বার॥ মন্ত্র সিদ্ধি হইবেক করিব অন্তর। চতুর্দ্দিগে অগ্নিকুণ্ড জালে গুণা-কর॥ তার মধ্য স্থলেতে পাতিয়া কুশাসন। গদগদ মনে

মন্ত্র করয়ে সাধন ॥ জপ সংখ্যা পূর্ণ হৈল না এলো যোগিনী গুরুর নিকটে গিয়া কহিল তখনি ॥ তব আজ্ঞা প্রমাণেতে করিনু সাধন। মন্ত্র সিদ্ধি না হইল কিসের কারণ ॥ গুরুবলে গুণাকর হও তুমি ক্ষান্ত। কহিব সকলকথা আছয়ে বৃত্তান্ত ॥ বেতাল বিক্রমাদিত্যে শুন মহাশয়। অশাস্ত্র যদ্যপি হইয়াছে সেই ভয়। কদাচ না হয় সিদ্ধি জানিবে নিশ্চয় ॥ বেতাল কহিছে পুনঃ শুনহ রাজন। গুণাকর প্রতি গুরু কহিল যেমন ॥ সেইরূপ করিলেক মন্ত্রের সাধন। তবে কেন যোগিনী না দিল দরশন॥রাজা শুন তবে নিবেদন। গুণাকরে গুরু তার কহিল যেমন ॥ অগ্নিমধ্যে মন্ত্র দিয়া করহ সাধন। সিদ্ধি না হবে যদি হও অন্য মন॥ গুণাকর গুরু আজ্ঞা করিয়া হেলন। নিজ দেশে গেল দেখিবারে বন্ধু গণ ॥ গুরুভাবে মোর বাক্য করিয়া অন্যথা। দ্বিধাদিত্রজনে সিদ্ধি করিলাম বৃথা ॥ এত বলি সন্ন্যাসী রাগিত হৈল মনে। গুরু অসন্তোষে সিদ্ধি হইব কেমনে ॥ অতএব মহাশয় করি নিবেদন। এই হেতু যোগিনী না দিল দরশন ॥ শুনি ভূপতির কথা বেতাল তখন। শিংশপা বৃক্ষেতে পুনঃ করিল গমন ॥ কালীপদে কালীদাস মজাইয়া মন। ষোড়শ কথন এই হৈল সমাপন ॥

সপ্তদশ প্রশ্ন কথন।

ত্রিপদী। পুনর্ব্বার নৃপবর, উঠে গিয়া বৃক্ষোপর, যত্ন করি বেতালে ধরিল। স্কন্ধেতে করিয়া তায়, শীঘ্রগতি নামে রায়, সন্ন্যাসীর নিকটে চলিল ॥ বেতাল কহিছে ভূপে, লয়ে যায় চুপে২, সন্ন্যাসীর নিকটে বুঝিবে। সন্ন্যাসী বেটায় বোলে, সুবোধ হইয়া ভুলে, নির্ব্বোধ হইয়া ভুলে, নির্ব্বোধ কি দোষ দিব তবে ॥ যাহা ইচ্ছা তাহা কর, আমার বচন ধর. প্রশ্ন বলি করহ শ্রবণ। নামেতে কোরল পুর, সেই দেশে নৃপবর, কন্যা তার নামে ধনবতী। দৈবের নির্ব্বন্ধ যাহা কেবা খণ্ডাইবে তাহা, হৈল গৌরীদত্তের যুবতী ॥ তবে কত দিনান্তরে, গর্ভ সে ধারণ করে, সময়েতে প্রসবে নন্দিনী।

পরমাসুন্দরী দেখি, ধনবতী হৈল সুখী, নাম তার রাখিল মোহিনী॥ হেনকালে অকস্মাৎ, করে বিধি বজ্রাঘাত, গৌরী দত্ত ত্যজিল জীবন। শোকেতে আকুল হয়ে, ভূমে গড়াগড়ি দিয়ে ধনবতী করয়ে রোদন॥ গৃহেতে নাহিক আর, স্বামী বিনা অন্ধকার, ঔদাস্য হইয়া ধনবতী। কন্যারে লইয়া কোলে, ভাসিল নয়ন জলে, বাহির হইল শীঘ্রগতি॥ ঘোর নিশি অন্ধকার, দিকের নির্ণয় নাহি তার, পথ ত্যজি শ্মশানে চলিল। দৈবের হৈল ঘটন, তাহার বৃত্তান্ত শুন, চোর এক শূলে দিয়া ছিল॥ সেই স্থান দিয়া যায়, হাত লাগে তার গায়, চোর তাহে ব্যথিত হইল। বিধাতা মোরে বৈমুখ, দুঃখের উপরে দুঃখ, এই মোর কপালেতে ছিল॥ কিবা দোষ বিধাতায়, অভিমান করি কায়, সুখদাতা কেহ নয়। সুমতি কুমতি যত, ধর্ম্মাধর্ম্ম পূর্ব্বার্জ্জিত, কর্ম্ম অনুসারে ফল হয়॥ এত বলি ততক্ষণে, প্রবোধ করিয়া মনে, ধনবতী প্রতি তবে কয়॥ একা এই রজনীতে, আসিয়াছ শ্মশানেতে, কে আপনি দেহ পরিচয়॥ শোকানলে তনু জলে, পরিচয়ে আছয়ে কি ফল। আপন কন্যারে লয়ে, যাই দেশান্তরী হয়ে তুমি কে আমারে তাহা বল॥ চোর বলে আমি চোর, কর্ম্ম দোষে দেখ মোর, শূলে আছি না হয় মরণ। এত শুনি ধনবতী, কহিছে চোরের প্রতি, না মরিলে কিসের কারণ॥ চোর পুনরপি কয়, বিবাহ নাহিক হয়, সেই হেতু আছে বুঝি প্রাণ। যদি মোর কথা রাখ, স্বর্ণ মুদ্রা দিব লাখ, তব কন্যা মোরে দেহ দান॥ লোভেতে পাপের মূল, লোভে যায় জাতিকুল, লোভীর নাহিক বিবেচনা। ধনেতে হইয়া লুব্ধ, কন্যা চিতে নহে ক্ষুব্ধ, পশ্চাৎ না করিয়া ভাবনা॥ ধনবতী হৃষ্টমন, কহিছে চোরে তখন, কোথা ধন দেখিলে প্রত্যয়। অশ্বত্থ বৃক্ষের মূলে, লইবে মৃত্তিকা খুলে, চোর বলে কভু মিথ্যা নয়॥ ধনবতী কহে পুনঃ, আমার বচন শুন, করিলাম আমি বাক্যদান। সন্তান নাহিক হবে, কন্যার কি গতি হবে, এখনি ত্যজিবে তুমি প্রাণ॥ চোর বলে শুন তবে, বাল্মীকি

যুবতী হবে, ঋতু স্নান করিবে তখন। অনেক ব্রাহ্মণ লয়ে, কিছু ধন তাহয়ে দিয়ে, ঋতু রক্ষা করাবে তখন॥ তস্কর এতেক কয়, আসন্ন সময় হয়, ততক্ষণে ত্যজিব জীবন। রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিয়া বন্দ, বৈদ্য কালীদাস বিরচন॥

পয়ার। ধন পায়ে ধনবতী আনন্দিত মতি। অন্য একদেশে গিয়া করিল বসতি॥ অট্টালিকা স্থান এক নির্ম্মাণ করিয়া। যতনে পালন করে কন্যারে লইয়া। দিনে২ বাড়ে কন্যা শশীকলা প্রায়। যুবতী দেখিয়া কন্যা দুঃখ ভাবে মায়॥ ধনের লোভেতে আমি লোভীত হইয়া প্রাণের সমান কন্যা চোরে দিলাম বিয়া॥ যৌবন সময়ে বড় প্রবল মদন। প্রবোধ করিবো কত দেখাইয়া ধন॥ এত ভাবি সদা বিষাদিত ধনবতী। কিছুদিনে তার কন্যা হৈল ঋতুবতী॥ ঋতুস্নান করিলেক দুঃখিত অন্তর। পঞ্চস্বরে কলেবর জ্বর২॥ অট্টালিকোপরে যায় সঙ্গে সহচরী। রাজপথ দেখে কন্যা এক দৃষ্ট করি॥ হেনকালে যুবক ব্রাহ্মণ একজন। একমাত্র সেই পথে করয়ে গমন॥ সহচরী প্রতি তবে কহিল যুবতী। এই ব্রাহ্মণেরে গিয়া আন শীঘ্রগতি॥ মায়ের নিকট আনি লইয়া যাইবে। যে কর্ত্তব্য হয় মাতা বুঝিয়া কহিবে॥ এত শুনি সহচরী করিল গমন। ব্রাহ্মণেরে ডাকিয়া আনিল ততক্ষণ॥ সমাদরে বসিবারে দিলেক আসন। ধনবতী বলে তবে শুনহ ব্রাহ্মণ॥ আমার নন্দিনী আজি কৈল ঋতুস্নান। ঋতুরক্ষা কর তুমি জন্মাও সন্তান॥ শত স্বর্ণ মুদ্রা দিব নিশ্চয় জানিবে। কন্যার সহিত অদ্য রজনী বঞ্চিবে॥ এত শুনি ব্রাহ্মণের আনন্দিত মন। পুলকে পূর্ণিত অঙ্গ কহিছে তখন॥ আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম শুন ধনবতী রজনীতে এখনি আসিব শীঘ্রগতি॥ এতবলি নিজ গৃহে করিল গমন। যদিচ্ছা রূপেতে গিয়া করিল ভোজন॥ বারে বারে দিবাকর পানে বিপ্র চায়। ভাবে মনে এখন অস্ত নাহি যায়॥ রজনী হইল দেখি হরষিত মতি। কন্যার নিকটে উত্তরিল শীঘ্রগতি॥ ব্রাহ্মণে পাইয়া ধনী হরিষ

অন্তরে। দম্পতিরে বসাইল পালঙ্ক উপরে॥ নানা উপহার আনি করায় ভোজন। কর্পূর তাম্বুল দিল মুখের শোধন॥ অগৌর চন্দন অঙ্গে করায় লেপন॥ শত স্বর্ণ মুদ্রা আনি দিলা ততক্ষণ॥ পরম আনন্দে দ্বিজ রজনী বঞ্চিল। প্রভাতে উঠিয়া নিজালয়েতে চলিল॥ গর্ভবতী হইল না করিল প্রকাশ। ক্রমেতে বাড়িল গর্ভ পূর্ণ দশমাস॥ সময়েতে প্রসবিল অপূর্ব্ব নন্দন। দেখিয়া পুত্রের মুখ আনন্দিত মন॥ কন্যা প্রতি ধনবতী কহিছে তখন। হরিষে বিষাদ আমি হইলাম এখন॥ পতি হীনা তোমারে জানয়ে সর্ব্বজন। কহিবেক বিধবার হইল নন্দন॥ গোপনে রাখিব কত হইবে প্রকাশ। বেশ্যা বলি সকলে করিবে উপহাস॥ অতএব আমার মনেতে এই লয়। এ পুত্র পালন তব উপযুক্ত নয়॥ কন্যা বলে যদি মোর যায় জাতি প্রাণ। ত্যজিব নারীর আমি এমন সন্তান॥ এত বলি রজনীতে নিদ্রাগত হয়। হেনকালে কেহ আসি স্বপ্নে যেন কয়॥ দীর্ঘ নখ দাড়ী তার শিরে জটা ভার। ত্রিশূল হস্তেতে অতি বিকট আকার॥ শিয়রে বসিয়া তারে কহে ততক্ষণ। তোর উপযুক্ত নয় এই যে নন্দন॥ সর্ব্ব সুলক্ষণ পুত্র হইবে ভূপতি। রাজদ্বারে লইয়া রাখহ শীঘ্রগতি॥ সকল মঙ্গল হবে নিশ্চয় জানিবে। নতুবা তোমারে লয়ে প্রমাদ ঘটিবে॥ এত বলি সেই জন অন্তর্দ্ধ্যান হয়। চেতন পাইয়া কন্যা মাতা প্রতি কয়॥ শুন গো জননী কহি স্বপ্ন বিবরণ। ভয়েতে আমার অঙ্গ কাঁপিছে এখন॥ রাখিতে কর্ত্তব্য নহে এমন নন্দন। শুনি ধনবতী হইল আনন্দিত মন॥ তাম্রপাত্রে বহু অর্থ সহিত নন্দনে। ভূপতির দ্বারে লয়ে রাখিল গোপনে॥ রজনী হয়েছে শেষ নিদ্রিত রাজন। হেনকালে অপরূপ দেখিল স্বপন॥ দশভুজা করাল বদনা ত্রিলোচনা। পঞ্চবক্ত্র উগ্ররূপা পিঙ্গল বরণা॥ ত্রিশূল লইয়া হস্তে নৃপবরে কহে। উঠ২ মহারাজ বিলম্ব না সহে॥ অদ্য তব শুভদিন সিদ্ধি মনস্কাম। এখন রহিবে পিতৃ পিতামহ নাম॥ বাহির দ্বারেতে গিয়া দেখ শীঘ্রগতি।

অর্থের সহিত পুত্র পাইবে ভূপতি॥ যত্ন করি তাহারে পালহ নৃপবর। সেই পুত্র তোমার হইবে রাজেশ্বর॥ এতশুনি ভূপতির হইল চেতন। রামং স্মরি রাজা উঠিল তখন॥ স্বপন স্বরূপ জ্ঞান করিয়া ভূপতি। বাহির দ্বারেতে যায় হরষিত মতি॥ সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা সহিত নন্দন। গৃহেতে লইয়া রাজা করিল গমন॥ পুত্র দেখি রাজরাণী আনন্দিত মতি। মঙ্গল্য করিতে রাণী কহে রাজা প্রতি॥ এত বলি পুত্রে রাণী কোলেতে লইল। কপটে সূতিকা গৃহে প্রবেশ করিল॥ পুত্র প্রসবিল বলি হইল জনরব। প্রভাতে উঠিয়া রাজা করে মহোৎসব। নৃত্য গীত বাদ্য কত হয় স্থানে স্থান। দুঃখিত বৈষ্ণব দ্বিজে রাজা দেয় দান॥ পুলকে পূর্ণিত হৈল যত প্রজাগণ। রচিয়া পয়ার কালীদাস বিরচন॥

পয়ার। পুত্র পেয়ে নরপতি আনন্দিত মন। করিতে লাগিল সেই পুত্রের পালন। ভূতিকাদী করিল সকল সংস্কার। হরিদত্ত নাম রাজা রাখিল তাহার॥ ধনুর্বিদ্যা রাজনীতি শিক্ষা বিশেষত। অল্পকালে সর্ব্ব শাস্ত্রে হইল পণ্ডিত॥ উপযুক্ত হইল দেখিয়া নৃপবর। অভিষেক করি তারে কৈল অবসর॥ দিবানিশি যপ যজ্ঞ করে নিরন্তর॥ এইরূপে কত দিন করিয়া যাপন। আয়ুশেষ বৃদ্ধ রাজা ত্যজিল জীবন॥ পিতা বিয়োগেতে রাজ্য করে হরিদত্ত। সভাসদ লইয়া বিচারে ধর্ম্ম তত্ত্ব॥ দেবীর বচন এই ধর্ম্মশাস্ত্রে কয়। পুত্রের কর্ত্তব্য শুন মহাশয়॥ আগে গিয়া গয়া শিরে কর পিণ্ডদান। পিতৃ পিতামহ আদি পাইবেন ত্রাণ॥ এতশুনি হরিদত্ত আনন্দিত মতি। তীর্থেতে গমন রাজা করে শীঘ্রগতি॥ গয়াশিরে গদাধর পদে পিণ্ড দিল। তিন পিতা আসি তিন হস্ত বাড়াইল॥ কোন হস্তে দিবে পিণ্ড ভাবিতে লাগিল॥ বেতাল বিক্রমাদিত্যে করপুটে কয়। পিণ্ড অধিকারী কোন জানিবে নিশ্চয়॥ বেতাল কহিছে পুনঃ শুন হে রাজন। চোর পিণ্ড অধিকারী না হবে কদাচন॥ যাহার ঔরসে জন্ম হইল নন্দন। পিণ্ড অধিকারী কেন না হয়

ব্রাহ্মণ॥ যতনে সে পুত্রে যেবা পালন করিল। কেন পিণ্ড অধিকারী রাজা না হইল॥ বেতাল বিক্রমাদিত্যে কহে পুনর্ব্বার। নিবেদন করি তবে বৃত্তান্ত তাহার॥ লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা তার করিয়া গ্রহণ। চোরের রমণী সিদ্ধি হইল তখন। শত স্বর্ণ মুদ্রা সেই ব্রাহ্মণ পাইল। মূল্য দিয়া বীর্য্য তার কিনিয়া লইল॥ সহস্রেকে স্বর্ণ মুদ্রা পাইয়া ব্রাহ্মণ। তবে সে সন্তান লয়ে করিল পালন॥ সকলি চোরের ধন শুন মহাশয়। সেই হেতু পিণ্ড অধিকারী চোর হয়॥ প্রশ্নের সিদ্ধান্ত শুনি বেতাল তখন। শিংশপা বৃক্ষেতে পুনঃ করিল গমন॥ কালীপদে কালীদাস মজাইয়া মন। বেতাল পঁচিশে সাঙ্গ সপ্তদশ কথন॥

অষ্টাদশ প্রশ্ন কথন।

লঘু-ত্রিপদী। পুনঃ নৃপবর উঠে বৃক্ষপর, বেতাল ধরে তখন। স্কন্ধেলয়ে তায়, নামিলেক হায়, হয়ে হরষিত মন॥ ত্বরান্বিত অতি, চলিল ভূপতি, বেতাল তখন কহে। এত উচাটন, কেনহে রাজন, বিলম্ব নাহিক সহে॥ কহ কি কারণ, কোন প্রয়োজন, গমন কোথায় হবে। যদি নাহি কহিবে, যাইতে নারিবে, প্রশ্ন বলি শুন তবে॥ ভূপতির ধাম, ত্রিকুট গ্রাম, রূপদত্ত নাম ধরে। শান্ত শিষ্ট মতি, ধর্ম্মশীল অতি, বিখ্যাত সে নৃপবর॥ দৈবে এক দিনে, মৃগয়া কারণে, চলিল দূর কানন। মৃগ নাহি পায় ক্লান্ত শুষ্ক বয়, করে জল অন্বেষণ॥ দেখি সরবর, অতি মনোহর, পদ্ম অতি সুশোভন। নানা পক্ষী চরে, ভ্রমর গুঞ্জরে, গোপনীয় রম্যস্থান॥ হেনকালে শুন, দৈবের ঘটন, এক ঋষির নন্দিনী। সেই সরোবরে, জল আনিবারে, চলিলেন একাকিনী॥ পরম রূপসী, জিনিয়া উর্ব্বশী, পরিপূর্ণ ষোলকলা। মৃদু মন্দ হাসে তিমির বিনাশে, প্রকাশে যেন চপলা॥ দেখিয়া সৌন্দর্য্য, নৃপতি অধৈর্য্য, হইল মন্মথ শরে। জল কুম্ভ লয়ে, শীঘ্রগতি হয়ে, মণি কন্যা যায় ঘরে॥ তারে না দেখিয়া, ব্যাকুল হইয়া

নৃপবর বিষাদিত। ভাবিয়া মনেতে, মুনি আশ্রমেতে, হৈল আসি উপনীত॥ মুনির বচন, করিয়া বন্দন, করপুটে রাজা-কয়। ত্রিকূট ধাম, রূপদত্ত নাম, রাজা আমি মহাশয়॥ মৃগয়া কারণে, আসিয়াছি বনে, হয়েছি ক্ষুধিত অতি॥ দিবা অব-সান, পাইয়া স্থান, হয়েছি তব অতিথী॥ এত শুনি মুনি, কহিছেন বাণী, আইস বৈস নৃপবর। হইলে অতিথি, পাইনু পিরীতি, পবিত্র আশ্রম বর॥ স্ত্রী হত্যা পাতক, আর ব্রহ্মঘাতক, গোহত্যা পাতকাচয়। অতিথি যে জন, গৃহীর পূজন, যদ্যপি বঞ্চন হয়॥ তাহার সেবায়, স্বর্গবাসে যায়, অধিক কহিব কত। মম ভাগ্য অতি, আপনি ভূপতি, অ-তিথি রূপে আগত॥ এরূপ তখন, কথোপকথন, করি নানা আলাপন॥ কথায়২, নিন্দায় রাজায়, কহিলেন তপধন॥ কুরীতি রাজার, মন্দ ব্যবহার, জীব হত্যা কেন করে। না বুঝি কারণ, কোন প্রয়োজন, বধিয়ে মৃগ সুন্দরে॥ মন্দকারী নয়, অরণ্যেতে রয়, তৃণাদি করে ভক্ষণ। কি দোষে তাহা-রে, হত্যা কেন করে, কহ তার বিবরণ॥ হিংসার অধিক, পাতক নাহিক, অহিংসা পরম ধর্ম্ম। হিংসক যে জন, নর-কে গমন, হিংসা অনুচিত কর্ম্ম॥ মুনির বচন, শুনিয়া রাজন, লজ্জিত তখন হয়। ভণে কালীদাস, মনে অভিলাষ, মন কারণাদে রয়॥

পয়ার। নৃপবর বলে নিবেদন করি মুনি। ধর্ম্মাধর্ম্ম কথা কিছু কহ দেখি শুনি॥ মনি বলে কব কত করিয়া বিস্তার। দানের সমান কর্ম্ম নাহি দেখি আর॥ সফল জীবন আত্মা সম করি জ্ঞান। অভয় দানের বড় নাহি অন্য দান॥ ভয়ার্থ শরণাগত ব্যক্তি যেবা হবে। নিজ প্রাণ দিয়া তারে অবশ্য বাঁচাবে॥ ক্ষমাশীল অধিক তপস্যা নাহি আর। সেই সুখী সর্ব্বদা সন্তোষ মন যার॥ দয়ার অধিক মৈত্র ভা-বিয়া না পাই। ধার্ম্মিক অধিক তোর বন্ধু কেহ নাই॥ ধার্ম্মিক পণ্ডিত পর উপকারী যেবা হয়। নিজ দারেতে পরদারেতে কভু নয়॥ কহিলাম ইহা যেবা করয়ে পালন। যমের সহিত

নাহি হয় দয়শল॥ রাজা হয়ে নাহি করে প্রজার রক্ষণ। ছলেতে সর্ব্বস্ব তার বরয়ে গ্রহণ॥ পথ্যমান অধিক গর্ভিণী সে যুবতী। সে রমনী সহিত বঞ্চয়ে যেবা রতি॥ তাহার পাপের কথা কহিতে বিস্তার। ঘোর নরকেতে পড়ে নাহিক নিস্তার॥ আর যত কব কত শুনহ রাজন। পাপীষ্ঠ লোকের হয় নরকে গমন॥ রাজা বলে যে কহিলে সকলি প্রমাণ। অতঃপর আমি হইলাম সমাধান॥ এত শুনি তুষ্ট মুনি ভুপতিরে কয়। বর কিছু লহ বাপু যাহা মনে লয়॥ রাজা কহে মহাশয় হইয়া সদয়। তব কন্যা বিনা মোর দিতে আজ্ঞা হয়॥ তথাস্তু বলিয়া মুনি করে অঙ্গীকার। আমার নন্দিনী হবে ঘরণী তোমার॥ শুনিয়া ভুপতি হৈল আনন্দিত মন গন্ধর্ব্ব বিবাহ কৈল কন্যারে তখন॥ প্রভাতে উঠিয়া রাজা রমণী লইয়া। বিদায় হইয়া চালে মুনিরে কহিয়া॥ গমন করিল দোঁহে অশ্ব আরোহণে। কতক্ষণে উপনীত নিবীড় কাননে। দিবস হইল শেষ সন্ধ্যার সময়। ভুপতি হইল চিন্তিত হৃদয়। কোথা যাব কি করিব ভাবিয়া মনেতে। তুরঙ্গ বান্ধিল এক বৃক্ষের মুলেতে॥ রাজরাণী বৃক্ষোপরে করয়ে বঞ্চন। হেনকালে রাক্ষস আইল এক একজন॥ ভয়ঙ্কর মুর্ত্তি তার বিকট দর্শন। মুনিকন্যা দেখিয়া হইল অচেতন। রাজারে রাক্ষস গিয়া কহিছে তখন। তোমার রমণী আমি করিব ভক্ষণ॥ ব্রহ্ম রাক্ষসের হাতে না পাবে নিস্তার। বুঝিয়া করহ কর্ম্ম কহিলাম সার॥ রাজা বলে হেন কথা না কহিও আর। তোমারে রমণী দিব এ কোন বিচার॥ নারীর রক্ষক স্বামী শুনেছ পুরাণে। রক্ষক হইয়া আমি দিব হে কেমনে॥ রাক্ষস কহিছে পুনঃ শুনহে রাজন। নীতি শাস্ত্রে এই কথা করেছে বর্ণন॥ আমদ উদ্ধার হেতু রক্ষা করি ধন। ধনেতে করিতে পারে নারীর রক্ষণ॥ নিজ প্রাণ রক্ষা হেতু ধন দারা দিবে। তোমারে খাইলে নারী রক্ষা কে করিবে॥ শাস্ত্রে নিদর্শন আছে দেবের বচন। দারা দিয়া আত্ম রক্ষা করহ রাজন॥ এত

শুনি রাজা কহে একথা প্রমাণ। তথাচ না দিব যাবৎ থাকিতে পরাণ॥ অশ্ব ভূমি অর্থ গজ যতেক চাহিবে। অকাতরে দিব আমি নিশ্চয় জানিবে॥ এত শুনি রাক্ষস কহিছে ততক্ষণে। প্রতিশ্রুত হও তবে আমার বচনে॥ সপ্তম বর্ষের এক ব্রাহ্মণনন্দন। অকাতর মনে তুমি করহ ছেদন॥ তারপর আমারে করিবে সমর্পণ। তাহার রুধির আমি করিব ভক্ষণ॥ ইথে যদি অঙ্গীকার করহে ভূপতি। তবেত আমার হাতে পাবে অব্যাহতি॥ ভয়ে ভীত রাজা হন ভাবিয়া অসার। রাক্ষসের নিকটে করিল অঙ্গীকার॥ ব্রাহ্মণনন্দনে আমি করিব ছেদন। তাহার রুধির তুমি করিবে ভক্ষণ॥ ভূপতির কথা শুনি রাক্ষস তখন। আপনার স্থানেতে সে করিল গমন॥ ক্ষণেক বিলম্বে তবে নিশি পোহাইল। মুনিকন্যা লয়ে রাজা গৃহেতে চলিল॥ রাজারে দেখিয়া মন্ত্রী হরষিত মন। করিতে লাগিল তার মঙ্গলাচরণ॥ পরমাসুন্দরী কন্যা আনিয়াছে ভূপ। বিস্ময় হইল তবে দেখি তার রূপ॥ কহিলেক রাক্ষসের সব বিবরণ। যেরূপে রাক্ষস হস্তে হইল মোচন॥ মন্ত্রী বলে নৃপবর ভাবনা কি তার। অর্থের অসাধ্য কোন কর্ম্ম নহে আর॥ ভাবিত হয়েছে কেন তাহার কারণ। অনায়াসে দিব আনি ব্রাহ্মণ নন্দন॥ এতেক বলিয়া মন্ত্রী বুদ্ধে আপনার। গড়াইল সুবর্ণের মনুষ্য আকার॥ নগরে২ লয়ে দিলেক ঘোষণা। রাজার হুকুম এই শুন সর্ব্বজনা॥ সপ্তম বর্ষের এক ব্রাহ্মণ নন্দন। ভূপতি তাহারে লয়ে করিবে ছেদন॥ ইথে অঙ্গীকার করিবেক যেইজন। সুবর্ণ মনুষ্য পাবে আর বহু ধন॥ অকাতরে সেই বিপ্র দিবেক তনয়। লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পাবে জানিবে নিশ্চয়॥ শুনিলেক দারিদ্র ব্রাহ্মণ একজন। ব্রাহ্মণীকে কহিল সকল বিবরণ॥ তিনপুত্র আমার দিয়াছে ভগবান। অন্ন বিনা ক্ষীণ তনু ওষ্ঠাগত প্রাণ॥ অনাহারী হয়ে কেন সকলে মরিব। মনে করি রাজকার্য্যে এক পুত্র দিব॥ এত শুনি ব্রাহ্মণীর বিষাদিত মন। কহিতে লাগিল তবে শুনহ ব্রাহ্মণ॥ অন্যথা করিতে নারি তোমার

বচন। কিন্তু আমি নাহি দিব কনিষ্ঠনন্দন॥ বিপ্র বলে জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রাদ্ধ অধিকারী। সে পুত্র কদাচ আমি দিতে নাহি পারি॥ এত শুনি কহিলেক মধ্যম নন্দন। আমারে বেচিয়া পিতা লহ তুমি ধন॥ দরিদ্রের পর দুঃখ নাহি পিতা আর॥ প্রাণ দিয়া দুঃখ আমি ঘুচাব তোমার॥ আমার মরণে কিছু না ভাব বিষাদ। দুই পুত্র লয়ে শেষে করহে আহ্লাদ॥ এত বলি মায়া ত্যজি ব্রাহ্মণ নন্দন। পিতারে লইয়া গেল রাজার সদন॥ ব্রাহ্মণ নন্দনে রাজা পাইয়া তখন। সুবর্ণ মনুষ্য দিল আর যত ধন॥ তুষ্ট হয়ে ব্রাহ্মণ চলিল নিকেতন। রাক্ষস রাজার কাছে আইল তখন॥ সমাদর করি রাজা রাক্ষসে বসায়। তৈল হরিদ্রা বিপ্র নন্দনে মাথায়॥ স্নান করাইয়া দিব্য বস্ত্র তারে দিল। সুগন্ধি চন্দন পুষ্প মালা পরাইল॥ গন্ধপুষ্প নৈবেদ্য করিল আয়োজন। ষোড়শোপচারে পূজা করিল তখন॥ নৃপবর খড়্গ হস্তে তুলিয়া লইল। ব্রাহ্মণ তনয় দেখি হাসিতে লাগিল॥ ক্ষণেক বিলম্বে তবে করয়ে রোদন। সকল বিস্ময় ইথে হইল তখন॥ প্রাণ বিয়োগেতে সবে করয়ে রোদন। হাসিলেক কেন না বুঝিয়া কারণ॥ এই কথা বেতাল বিক্রমাদিত্যে কয়। ইহার সিদ্ধান্ত তুমি কহিবা আমায়॥ কহিছে বিক্রমাদিত্য মোর নমস্কার। প্রশ্নের সিদ্ধান্ত কত করিব তোমার॥ নিবেদন করি তবে শুন মহাশয়। মৃত্যু কালে মনে করে ব্রাহ্মণ তনয়॥ শিশুকালে বালকেরে রক্ষা করে মাতা। জ্ঞানবান হৈলে পর রক্ষা করে পিতা॥ যৌবন কালেতে রাজা রক্ষা করে তারে। আমার রক্ষক আর নাহিক সংসারে। পিতা ধন লুব্ধ হয়ে করিল বিক্রয়। ভূপতি আপনি দেখে খড়্গধারী হয়॥ দেবতা আমায় বলি করিবে গ্রহণ। কে আছে আমার মৈত্র করিবে রক্ষণ॥ এত ভাবি মনে তার খেদ উপজিল। না হাসে সুখের হাসি দুঃখেতে হাসিল॥ এত শুনি বেতাল হইল হৃষ্টমতি। শিংশপা বৃক্ষেতে পুনঃ গেল শীঘ্রগতি॥ পয়ার প্রবন্ধে বিরচিল কালীদাসে। অষ্টাদশ প্রশ্ন এই বেতাল পঁচিশে॥

ঊনবিংশতি প্রশ্ন কথন।

পয়ার। পুনরপি নৃপবর বৃক্ষেতে উঠিল। পুনর্ব্বার শবরূপ বেতালে ধরিল ॥ স্কন্ধেতে করিয়া রাজা ভূতলে নামিল। সন্ন্যাসীর নিকটেতে লইয়া চলিল ॥ বেতাল বিক্রমাদিত্যে কহিছে তখন। আর এক প্রশ্ন বলি করহ শ্রবণ। নামেতে বিশালপুর আছয়ে নগর। তথায় বিপুলেশ্বর নামে নৃপবর ॥ ধনবন্ত নামে সাধু অতিশয় ধনি। অনঙ্গমুঞ্জরী নামে তাহার নন্দিনী ॥ মণিলাল নামে এক সাধুপুত্র ছিল। অনঙ্গমুঞ্জরী সহ বিবাহ হইল ॥ কিছুকাল পরে মণিলাল সওদাগর। বাণিজ্য করিতে গেল দেশ দেশান্তর ॥ চিরকাল প্রবাসেতে বিলম্ব করিল। অনঙ্গমুঞ্জরী পূর্ণ যুবতী হইল ॥ অট্টালিকোপরে সেই অনঙ্গমুঞ্জরী। রহিয়াছে রাজপথ নিরীক্ষণ করি ॥ কমলাকর নামে এক ব্রাহ্মণনন্দন। হেনকালে সেই পথে করয়ে গমন ॥ উভয়েতে হইল কটাক্ষ দরশন। দোঁহে দোঁহা হেরিয়া মোহিত হৈল মন ॥ অনঙ্গ অনলে অঙ্গ করয়ে দাহন। ব্যাকুল হইয়া গৃহে গেল দুই জন ॥ ব্রাহ্মণ নন্দন প্রিয় বন্ধুরে কহিল। সাধুর নন্দিনী দেখে প্রমাদ ঘটিল ॥ কহিতে না পারি আমি তাহার সৌন্দর্য্য। কলেবর জ্বর জ্বর হয়েছি অধৈর্য্য ॥ বিষাক্ত করিয়া বাণ হানিল মদন। নতুবা হইবে কেন এত জ্বালাতন ॥ এত শুনি বন্ধু তার বন্ধুরে বসায়। নারায়ণ তৈল আনি অঙ্গেতে মাখায় ॥ শীতল উদয় আনি দিলেক তখন। অগুরু চন্দন আনি করয়ে লেপন ॥ কোনরূপে ধৈর্য্য নয় ব্রাহ্মণ নন্দন। কামানলে তনু জ্বলে কি করে চন্দন ॥ কমলাকরের হৈল সংশয় জীবন। অনঙ্গমুঞ্জরী লয়ে শুন বিবরণ ॥ পরম সুন্দর দেখি ব্রাহ্মণ নন্দনে। অনঙ্গমুঞ্জরী অতি পীড়িতা মদনে ॥ কলেবর জর২ জ্ঞান হত হয়। খেদান্বিত হয়ে কামদেবে তবে কয় ॥ শুনহে কন্দর্প কিছু নাহিক বিশেষ। কলত কুটিল তুমি নাহি দয়ালেশ ॥ বিরহিনী রমণীরে কর অবজ্ঞান। সন্ধান করিয়া প্রাণে হানে পঞ্চবাণ ॥ উপায় না দেখি অঙ্গ অনঙ্গেতে দয়। তোমার তাহাতে বল লজ্জা কিবা

হয় ॥ এই দোষে শিব কোপে ভস্ম হয়েছিলে। তথাচ শঠতা বুদ্ধি ছাড়িতে নারিলে। অনঙ্গমুঞ্জরী তবে সখী প্রতি কয়। কোথা আছে আন সেই ব্রাহ্মণ তনয় ॥ তাহার সৌন্দর্য্য মনে করিতেছে ধ্যান। তা নাহিলে কলেবরে নাহি থাকে প্রাণ ॥ সখী বলে কি কহিলে কুৎসিত বচন। কেন তুমি লজ্জাহীনা হইলে এমন ॥ অকলঙ্ক পিতৃকুলে কলঙ্ক হইবে। কুটুম্ব সজ্জনে তবে সকলে হাসিবে ॥ ঐহিক পারত্রিক মন্দ ভ্রষ্ট যে যুবতী। ঐহিকেতে নিন্দা পরলোকে অধোগতি ॥ মাতিয়া যে বনমদে সম্বরিতে নারে। বৃদ্ধা হলে তথাচ কলঙ্কী বলে তারে ॥ অনঙ্গমুঞ্জরী বলে হারায়েছি জ্ঞান। তুমি যা কহিলে সখী সকলি প্রমাণ ॥ দুর্ব্বার মদনশরে দহিছে শরীর সহিতে না পারি আমি হয়েছি অস্থির ॥ জান তুমি মাতঙ্গের প্রায় মোর মন। অঙ্কুশ লইয়া তাহে রক্ষক দমন ॥ ক্ষান্ত কিবা শান্ত কিবা করিবে আমারে। যদি আনি দেহ সেই ব্রাহ্মণ কুমারে ॥ জাতিকুল লজ্জা ভয় মান অপমান। কি করিবে তাহাতে যদ্যপি যায় প্রাণ ॥ কাতরা দেখিয়া সখী কহিছে তখন। আনিব কমলাকরে স্থির কর মন ॥ এত বলি সখী তারে করিয়া সান্ত্বনা। অন্য কার্য্যান্তরে গেল হয়ে অন্য-মনা ॥ অনঙ্গমুঞ্জরী তাহে ঔদাস্য ভাবিয়া। রজ্জু আনি আপ-নার গলায় কসে দিয়া ॥ এমন সময় সখী তথায় আইল। বিস্ময় হইয়া তবে কহিতে লাগিল ॥ কি কর কি কর চাহ মোর বাক্য ধর। আনি সে কমলাকরে না মর না মর ॥ ইহা বলি রজ্জু তার কাড়িয়া লইল। ব্রাহ্মণনন্দনে সখী আনিতে চলিল ॥ তথায় কমলাকর সংশয় জীবন। কদলীর পত্র পাতি করিয়েছে শয়ন। অঙ্গেতে চন্দন পঙ্ক করেছে লেপন। এই কালে সখী গিয়া কহিছে বচন ॥ সাধুরনন্দিনী মোরে করেছে প্রেরণ। তোমার লাগিয়া তার সংশয় জীবন ॥ শুনিয়া কম-লাকর কহিছে তখন। আমার যেমন দশা তার কি তেমন ॥ সখী বলে কার্য্য নাহি অন্য কথান্তরে। বিলম্ব হইলে পরে পাছে ধনী মরে ॥ শুনিয়া কমলাকর সখীর বচন। অবিলম্বে

সখী সঙ্গে করিল গমন ॥ অনঙ্গ মুঞ্জরী তার বিক্রম দেখিয়া। বিরহ বাতিল। দুঃখ সহিতে নারিয়া ॥ কমলা করিল পূজা আন্তিম নগর। জন্মান্তরে পতি হয় ব্রাহ্মণ তনয় ॥ এত বলি সাধু কন্যা ত্যজিল জীবন। এই কালে উপনীত ব্রাহ্মণ নন্দন ॥ প্রিয়ার মরণ দেখি কলেবর দহে। শোকান্বিত হইয়া করুণাকর কহে ॥ কামনা করেন সিদ্ধি যদি ভগবতী। জন্মান্তরে হবে এই আমার যুবতী ॥ এতেক ভাবিয়া মরে ব্রাহ্মণ নন্দন। অনঙ্গমুঞ্জরী শোকে ত্যজিল জীবন ॥ আশ্চর্য্য ভাবিয়া লোক করয়ে মন্ত্রণা। একত্র করিয়া দাহ কর দুই জনা ॥ সাধুর কুমারী পতি বিদেশেতে ছিল। হেনকালে শ্বশুরের গৃহেতে আইল ॥ সবিশেষ শুনিলেক নারীর মরণ শোকেতে আকুল হয়ে করয়ে রোদন ॥ চিরদিনান্তরেতে আসিয়া নিকেতন। দেখিতে না পাইনু আমি সে বিধুবদন ॥ তোমা জীবনে কি সাধ আছে প্রিয়ে। এত বলি চিতা মধ্যে প্রবেশিব গিয়ে ॥ একত্রেতে তিন জন হইল দাহন। আশ্চর্য্য দেখিতে তথা যায় সর্ব্বজন ॥ বেতাল বিক্রমদিত্যে জিজ্ঞাসে তখন। তিনজন মধ্যে কামাধিক কোন জন ॥ রাজা বলে শুন তবে করি নিবেদন। সাধু কন্যা বিরহে হইয়া জ্বালাতন ॥ জাতিকুল ভয় না করি কদাচন। পরপুরুষের লাগি ত্যজিল জীবন ॥ স্বামী হত্যা সাক্ষাতে দেখিল আপনার। কদাচিত ক্রোধ তাহে না জন্মিল তার ॥ সেই রমণীর তরে হারাইল জ্ঞান। অনায়াসে ত্যজিলেক আপনার প্রাণ ॥ অতএব নিবেদন জানিবে আমার। কামাতুর অধিক হইল স্বামী তার ॥ বেতাল কহিল তুষ্ট প্রশ্নের উত্তরে। পুনর্ব্বার চলিল শিংশপা বৃক্ষোপরে ॥ পয়ার প্রবন্ধে কালীদাস বিরচন। বেতাল পঁচিশে উনবিংশতি কথন ॥

বিংশতি প্রশ্ন কথন।

পয়ার। পুনর্ব্বার নৃপবর বৃক্ষোপরে গিয়া। বেতাল ধরিয়া পুনঃ আইল নামিয়া ॥ সন্ন্যাসীর নিকটেতে

শীঘ্রগতি। বেতাল কহিছে কোথা যাও নরপতি॥ উত্তর না হয়েছে এত কিসের কারণ। আর এক প্রশ্ন বলি করহ শ্রবণ॥ জয়স্থল নামে এক আছয়ে নগর। বর্দ্ধন নামেতে তথা ছিল নৃপবর॥ সেই দেশে বিষ্ণুশর্ম্মা নামেতে ব্রাহ্মণ। তাহার নন্দন উপযুক্ত চারিজন॥ জ্যেষ্ঠ পুত্র নিরন্তর দ্যূত-ক্রিয়া করে। দ্বিতীয় তনয় সদা থাকে বেশ্যাঘরে॥ তৃতীয় পুত্রের গুণ অধিকন্তু যায়। রজনীতে কুলবধূর সন্ধানে বেড়ায়॥ নির্গুণ চতুর্থ পুত্র বশীভূত নয়। পিতা মাতা নাহি মানে কটূ কথা কয়॥ বিষ্ণুশর্ম্মা দুঃখী অতি পুত্রের কারণে। একদিন ডাকিয়া কহিল চারিজনে। শুন বাপু দ্যূতক্রীড়া না করিবে আর। উত্তমের কদাচন নাহি কুব্যবহার॥ অর্থনাশ মনস্তাপ সুহৃদ ভঞ্জন। কুরীতি কুবুদ্ধি ঘটে কলহ কারণ॥ যে স্থানেতে দ্যূতক্রীড়া করে সর্ব্বজন। সেই স্থানে লক্ষ্মী না থাকেন কদাচন॥ বেশ্যাতে গমন সুরাপানেতে সমান। কুহকের ন্যায় যেন হত করে জ্ঞান॥ কপট প্রেমের ফাঁসি দিবে গলেতে। তাহার বশেতে কিছু না হয় মনেতে॥ যত দিন অর্থ তত দিন প্রেম থাকে। অর্থহীন হইলে নাহিক চিনে তাকে॥ তথাচ না ছাড়ে তার কুহকের ঘোর। অর্থের লাগিয়া সে পশ্চাৎ হয় চোর॥ জাতিকুল লজ্জা ভয় নাহি থাকে তার। ধর্ম্ম কর্ম্ম কিছুই সে না করে বিচার॥ পিতা মাতা দারাসুত ভ্রাতা ভগ্নী যত। দেবতা ব্রাহ্মণ গুরু কুটুম্ব বিরত॥ কুলবধূ যেই জন করয়ে হরণ। বলে ছলে করে যদি সতীত্ব ভঞ্জন॥ জাতি ভেদ নাহি সম্পর্ক বিচার। হেন পর-দার পাপে না দেখি নিস্তার॥ দ্বিতীয়ত চোর ব্যবহারেতে গমন। যদ্যপি প্রকাশ পায় ধরে কোনজন॥ সমুচিত দণ্ড সে করয়ে আপনার। নহে রাগান্বিত হয়ে বধে প্রাণ তার॥ মূর্খের অশেষ দোষ রাগান্বিত হয়। গুরু লঘু নাহি জ্ঞান কটূ বাক্য কয়॥ ভোজন দ্বিগুণ তার কর্কশ বচন। দয়া মায়া নাহি তার কলহেতে মন॥ শিশু কালে গুণ শিক্ষা না করে ... ॥ যৌবনেতে পরদারে রত তার মন। প্রথম কালেতে

নাহি করে বিবেচনা। সময় বহিয়া দিয়া পশ্চাৎ ভাবনা॥ এত বলি বিষ্ণুশর্ম্মা গেল স্থানান্তরে। বিদেশী হইল শুনি চারি সহোদরে॥ মন্ত্রণা করিয়া সবে হৈল একমন। গুণশিক্ষা করিতে চলিল চারি জন॥ ভ্রমণ করিয়া বহু দেশ দেশান্তর। চারি জনে নানা বিদ্যা শিখিল বিস্তর॥ কৃতবিদ্য হয়ে তবে চারি সহোদর। দেশেতে আইল পুনঃ হরিষ অন্তর॥ পথমধ্যে এক খান অস্থি পড়ে ছিল। তাহা দেখি চারিজনে কহিতে লাগিল॥ এতদিন যত বিদ্যা করিনু অভ্যাস। দেশে আইলাম কিছু করিব প্রকাশ॥ এত বলি মন্ত্র পাঠ করে একজন। আর যত অস্থি তার হইল তখন॥ আর এক জন মন্ত্র স্মরণ করিল। গ্রন্থিতে২ সর্ব্ব অস্থি জড়াইল॥ আর এক জন মন্ত্র পড়িতে লাগিল। রক্তমাংস চর্ম্ম লোম সকলি হইল॥ আর একজন মন্ত্র করে উচ্চারণ। উঠিয়া বসিল সিংহ পাইয়া জীবন॥ ক্ষুধায় কাতর সিংহ মনুষ্য দেখিল। তৎক্ষণে চারিজনে ভক্ষণ করিল॥ বেতাল বিক্রমাদিত্যে জিজ্ঞাসা করিল। চারি জন বিদ্যাবলে সিংহে বাঁচাইল॥ ইহার সিদ্ধান্ত রাজা কহ দেখি তবে। চারিজন মধ্যে মূর্খ অধিক কে হবে॥ কহিছে বিক্রমাদিত্য করি নিবেদন। সিংহে বাচাইল মূর্খ অধিক সে জন॥ বিদ্যাহীন ব্যক্তি যদি বুদ্ধিমান হয়। তাহারে প্রশংসা করি মূর্খ সেই নয়॥ বিদ্যান্ হইয়া যদি বুদ্ধি নাহি থাকে। তাহার সে বিদ্যা বৃথা মূর্খ বলি তাকে॥ বিদ্যা হৈতে বুদ্ধি বড় কর বিবেচনা। সিংহে বাচাইয়া কেন মরে চারি জনা॥ শুনিয়া বেতাল ভূপে প্রশংসা করিল। শিংশপা বৃক্ষেতে পুনঃ গেল পলাইয়া॥ পয়ার প্রবন্ধে কালীদাস বিরচন। বেতাল পঁচিশে এই বিংশতি কথন।

একবিংশতি প্রশ্ন কথন।

ত্রিপদী। পুনরপি নৃপবর, উঠে গিয়া বৃক্ষোপর, শবরূপ বেতালে ধরিল। ত্বরান্বিত হয়ে অতি, নাম্বি রাজা শীঘ্র-

গতি, সন্ন্যাসীর নিকটে চলিল ॥ বেতাল কহিছে রায়, লইয়া যাবে কোথায়, কি কারণ কোন প্রয়োজন। আমার বচন ধর, কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর, আর এক প্রশ্ন বলি শুন ॥ কর্ম্মপুর নামে গ্রাম, তথায় ভূপের নাম, ধর্ম্ম যজ্ঞ নামেতে ভূপতি। গোবিন্দ নামে ব্রাহ্মণ, বেদশাস্ত্র পরায়ণ, সেই দেশে করয়ে বসতি ॥ ধর্ম্মাত্মা প্রাচীন অতি, সদা যাগ যজ্ঞে মতি, উপযুক্ত চারিপুত্র তার। হরিদত্ত, সোমদত্ত, যজ্ঞদত্ত, ব্রহ্মদত্ত, এই চারি নাম সবাকার ॥ তবে কিছু দিনান্তরে, হরিদত্ত পুত্র মরে, শোকাকুল হইল ব্রাহ্মণ। প্রবোধ নাহিক মানে, শিরে করাঘাত হানে, দিবানিশি করয়ে রোদন ॥ ভূপ সভাসদ; সর্ব্ব শাস্ত্রে বিশারদ, বিষ্ণুস্বামী নামেতে ব্রাহ্মণ। আসিয়া তখন কয়, শুন শুন মহাশয়, শোক কেন কর অকারণ ॥ অনিত্য সংসার ধর্ম্ম, বুঝিতে না পারি মর্ম্ম, সব মিথ্যা কর্ম্ম মাত্র সার। অধিক কি কব আর, দেহ নহে আপনার, কেবা পিতা পুত্র কোথাকার ॥ কন্যা মাতা পিতা আর, কে ভ্রাতা দুহিতা কার, কেবা নারী কার বন্ধু জন। কাকস্য পরিবেদনা, কেন বা কর ভাবনা, কাতরেতে করিছ রোদন ॥ রজনীতে বৃক্ষোপরে, নানা পক্ষী বাস করে, হয়ে সবে হরষিত মন। প্রভাতে সে সর্ব্ব জনা, কাকস্য পরিবেদনা, যথা ইচ্ছা করয়ে গমন ॥ পথ শ্রান্তে ক্লান্ত হয়, বৃক্ষ যদি তথা পায়, বিশ্রাম করয়ে পথিজন। শীতল হইয়া শেষে, যায় সবে নিজ দেশে, সেই রূপ সংসার স্বজন ॥ গোবিন্দ মাতুল হয়, পিতা তার ধনঞ্জয়, অভিমন্যু ত্যজিল জীবন। অতএব মহাশয়; যদি কাল পূর্ণ হয়, রাখিতে না পারে কোন জন ॥ দ্বিতীয়ত শুন বলি, প্রবর্ত্ত হইল কলি, যুগ ধর্ম্মে অকাল মরণ। পাপেতে হইয়া রত, ত্যজিবেক ধর্ম্ম পথ, নরকেতে করিবে গমন ॥ কর্ম্ম দোষ নিরন্তর, যাতায়াত করে নর, পুনঃ পুনঃ গর্ভের যাতনা। ভূমিষ্ঠ হইলে পরে, মায়া জালে মুগ্ধ করে, মনেতে কিছুই যে থাকে না ॥ অজ্ঞানেতে পরবশ, পান করে স্নেহ রস, বস্ত্রমান সর্ব্বদা বঞ্চন। যদি

কোন ক্লেশ পায়, সহিতে না পারে কায়, শিশুকাল দুঃখেতে কাটিল। যৌবন সময়ে তবে, কামাতুর হয়ে সবে, চিন্তা করে নারীর কারণ। বৃদ্ধকালে কলেবর, রোগ শোক জরজর, আয়ু শেষে হয়ত মরণ॥ পড়িয়া সংসার কূপে, বারে বার এই রূপে, ভ্রমে জীব নাহি পায় পথ। আমার বচন ধর, শোক সম্বরণ কর, ইষ্ট দেবার্চ্চনে হও রত॥ বিষ্ণুস্বামী এত বলি, নিজস্থানে গেল চলি, প্রবোধিয়া গোবিন্দ শর্ম্মণ॥ রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিয়া বন্দ, বৈদ্য কালীদাসে বিরচন॥

পয়ার। গোবিন্দ শর্ম্মণ তবে শোক সম্বরিল। আপনার মতে এক যজ্ঞ আরম্ভিল॥ তিন পুত্রে ডাকি বিপ্র কহিল তখন। কচ্ছপের মাংস নাহি যজ্ঞের কারণ॥ যাও সবে তিনজন একত্র হইয়া। শীঘ্রগতি আন গিয়া কচ্ছপ ধরিয়া॥ তিন সহদর শুনি পিতার বচন। কচ্ছপ আনিতে তারা করিল গমন॥ মূল্য কিছু দিয়া এক ধীবরে কহিল। ধীবর ফেলায়ে জাল কচ্ছপ ধরিল॥ কচ্ছপ দিয়া তবে ভাবে তিন জন। সবে বলে আমি নাহি করিব স্পর্শন॥ দুর্গন্ধ হইবে হস্তে কচ্ছপ গ্রহণে। এত বলি দ্বন্দ্ব তারা করে তিন জনে। কচ্ছপ রহিল পড়ি কেহ নাহি লয়। রাগান্বিত হইয়া রাজারে গিয়া কয়॥ রাজা বলে দ্বন্দ্ব কর কিসের কারণ। তিন জনে কহিল সকল বিবরণ॥ শুনিয়া ভূপতি তবে জিজ্ঞাসে কারণ। কেনবা কচ্ছপ সব না কর গ্রহণ॥ কহিতে লাগিল তবে জ্যেষ্ঠ যেইজন। ভোজনে চতুর আমি শুনহে রাজন। কেমনে কচ্ছপ আমি করিব স্পর্শন॥ তাহার দুর্গন্ধে মোর হইবে মরণ॥ আসিয়া মধ্যম জন নৃপবরে কয়। রমণী চতুর আমি শুন মহাশয়। কচ্ছপের ঘ্রাণে অঙ্গ দুর্গন্ধ হইবে। অকর্ত্তব্য কর্ম্ম মোর নিশ্চয় জানিবে॥ কহিছে কনিষ্ঠ জন শুন ওব ভূপ। শয্যাতে চতুর আমি জানিবে স্বরূপ। কচ্ছপ কঠিন অতি দেখে পাই ভয়। কেমনে ধরিব তারে সাহস না হয়॥ এত শুনি নৃপবর কহিছে তখন।

অন্তঃপুরে নিবাসে আস্য থাক তিন জন॥ কদাচিত উৎকণ্ঠিত
না হবে ইহাতে। যুক্ত বিবেচনা আমি করিব প্রভাতে॥
এতেক বলিয়া রাজা দূতে আজ্ঞা দিল। কচ্ছপ লইয়া সেই
ব্রাহ্মণেরে দিল॥ চতুর জানিবে বলি হর্ষিত মন। আপনি
উদযোগি হবে হইয়া রাজন॥ রাজ্য ভোগ অন্ন আর
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন। ভোজন চতুরে লয়ে করায় ভোজন॥ পরমা
সুন্দরী এক আনিয়া কামিনী। রমণী চতুরে দিল বঞ্চিতে
রজনী॥ সপ্ত পুর শয্যা করে দুগ্ধ ফেণ প্রায়। শয্যা চতুরে
লইয়া তাহাতে শোয়ায়॥ প্রভাতে উঠিয়া রাজা জিজ্ঞাসা
করিলা। কহ দেখি তিনজন কেমনেতে ছিলা॥ ভোজন চতুর
বলে করি নিবেদন। শবের গন্ধেতে মোর না হয় ভোজন॥
এত শুনি নৃপবর ভাবে মনে মনে। দুর্গন্ধ হইল অন্ন কিসের
কারণে॥ মণ্ডলে ডাকিয়া রাজা জিজ্ঞাসে তখনি। কোন
ভূমির এই ধান কহ দেখি শুনি॥ মণ্ডল কহিছে তবে শুন
মহাশয়। শ্মশান সন্নিধ্য ভুমে এই ধান্য হয়॥ শুনিয়া ভূ-
পতি তবে হইল বিস্ময়। ভোজন চতুর বটে বুঝিনু নিশ্চয়॥
রমণী চতুর আসি কহিছে তখন। আমার দুঃখের কথা শুনহ
রাজন॥ রমণীর গাত্রেতে ছাগল গন্ধ কয়। যাগিয়া পোহাই
নিশি নিদ্রা নাহি হয়॥ শুনিয়া ভূপতি তবে কুট্টনী ডাকিল।
কন্যার বৃত্তান্ত তারে জিজ্ঞাসা করিল॥ কোন দেশে ছিল
কন্যা কাহার নন্দিনী। কিরূপে আনিলে কন্যা কহ দেখি
শুনি॥ কুট্টনী বলিছে রাজা নিবেদন করি। অল্প কালে
ইহার জননী গেল মরি॥ যত্নেতে আনিয়া আমি করেছি
পালন। নিত্য২ ছাগদুগ্ধ করিত ভোজন॥ এত শুনি বিস্ময়
হইয়া রাজা কহে। রমণী চতুর এই মিথ্যা কভু নহে॥
কহিতে লাগিল শয্যাচতুর যেজন। শুন নৃপবর তবে আমার
বচন॥ সপ্তপুরু তুলা মধ্যে থাকিলেক চুল। এ কারণে
মোর অঙ্গে ফুটে যেন শূল॥ সেকারণে কষ্টেতে রজনী
পোহাইল। শয্যার অসুখে মোর নিদ্রা না হইল॥ শুনি
নৃপবর শয্যা দেখিতে কহিল। সপ্তপুরু তুলার [illegible] চুল

ছিল॥ দেখিয়া প্রশংসা করি কহিল রাজন॥ বুঝিলাম সত্য শয্যাচতুর এ জন॥ বেতাল বিক্রমাদিত্য জিজ্ঞাসে তখন। কহিলাম শুনিলে সকল বিবরণ॥ আমি বলি চতুর সমান তিন জন। অধিক চতুর কেবা কর নিরূপণ॥ কহিছে রাজা বেতালে করি নিবেদন। অধিক চতুর শয্যা চতুর সে জন॥ শুনিয়া হইল তুষ্ট বেতাল তখন। শিংশপা বৃক্ষেতে পুনঃ করিল গমন॥ পয়ার প্রবন্ধে কালীদাস বিরচন। বেতাল পচিশে একবিংশতি কথন॥

দ্বাবিংশতি প্রশ্ন কথন।

লঘু-ত্রিপদী। পুনঃ নৃপবর, যায় বৃক্ষোপর, ধরিলেক গিয়া তায়। হয়ে হৃষ্টমতি, নামিল ভূপতি, সন্ন্যাসীর কাছে যায়॥ মৃদুহ হাসে, বেতাল জিজ্ঞাসে, কোথায় যাবে ভূপতি। না হইয়া ভ্রান্ত, প্রশ্নের সিদ্ধান্ত, কর দেখি শীঘ্রগতি॥ গৌড় দেশে ঘর, ছিল নৃপবর নামেতে রাজার খেচর। তাহার মন্ত্রিণী, সর্ব্বগুণে গুণী, ধর্ম্মপথে নিরন্তর॥ বিষয়ে বিরত, ব্রহ্মচার্য্য মত, অভয় চন্দ্র নাম তার। ভূপতিকে কয়, শুন মহাশয়, রাজ্যেতে কি ফল আর। মোর বাক্য ধর, ওহে নৃপবর, ভাণ্ডারে যত ধন। এ ছার সংসার, জানিবা অসার, সার গোবিন্দ চরণ॥ গেল এই কাল, রাখ পরকাল, মুখে বল বল কৃষ্ণ নাম। মুক্ত মায়া পাশে, হবে অনায়াসে, পাইবে বৈকুণ্ঠ ধাম। দারাসুত ধন, ভাবিয়া আপন, কেন বা কর যতন। যখন মরিবে, একাকি যাইবে, কোথা রবে পর জন॥ ভাবিয়া দেখহ, পিতৃ মাতামহ, সকলে ভূপতি ছিল। গেল কোথাকারে, সে রাজ্য কে করে, স্বার্থকতা কি রহিল॥ তুমি পুত্র ছিলে, কি কার্য্য করিলে, বিবেচনা কর ভূপ। কেহ কার নয়, সব মিথ্যা হয়, পরস্পর এই রূপ॥ দান হৈতে ধর্ম্ম, নাহি অন্য কর্ম্ম, দানে যার মতি লয়। সেই অনায়াসে, যায় স্বর্গবাসে, ইন্দ্রতুল্য মান্য হয়॥ অদাতা যে জন, যে নহে কৃতন, দাতা বলি সেই জনে।

পাইয়া, সর্ব্ব তেয়াগিয়া, আত্ম স্বার্থ নাহি গণে॥ দাতা যেই জন, সেই সে কৃপণ, বুঝিবার ক্ষমতার। মরিলে সেজন নাহিছাড়ে ধন, পাইবে পুনর্ব্বার॥ পাত্রের বচন, শুনিয়া রাজন, পুণ্য কর্ম্মে দিল মন। বৈষ্ণব ব্রাহ্মণে, আর দুঃখী জনে, অর্থ করে বিতরণ॥ রজত কাঞ্চন, বস্ত্র আভরণ, প্রবাল মুকুতা কত। হিরণ্যক দান, করিল রাজন, ধেনু বৎস শত২॥ ব্রাহ্মণ বেদজ্ঞ, লয়েঁ যাগ যজ্ঞ, পিতৃশ্রাদ্ধ আদিকরে। হবিষ্য আহারি, যেন ব্রহ্মচারি, হইল সেনরবরে॥ মন্ত্রীর সহিত, হরিনামামৃত, পানেতে মগ্ন হয়ে। রাজকর্ম্ম তার কে করিবে আর, অধিকারে যায় বয়ে॥ তস্কর সকল, হইল প্রবল, অরাজকে বিশেষত। নীচ উচ্চ ভাবে, জাতি কুল নাশে, লম্পট পুরুষ হত॥ কেবা কার ধন, করয়ে হরণ, কে কার যুবতী লয়। সেই বলবান, সেই সে প্রধান, কেবা তাহে কথা কয়॥ তবে নৃপবর, কত দিনান্তর, শোকে ত্যজিল জীবন। ত্রিপদী রচনে, কালীদাস ভণে, মন্ত্রীর বিষন্ন মন॥

পয়ার। ভূপতির তিন পুত্র উপযুক্ত ছিল। পিতৃশ্রাদ্ধ ক্রিয়া আদি সকলি করিল॥ হরিহর আত্মা যেন তিন সহোদর। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্যেতে হইল দণ্ডধর॥ অভয়চন্দ্র নামে রাজমন্ত্রী যেই ছিল। রাজা হইতে তাহারে দেখায়ে তাড়া দিল॥ আর এক জন মন্ত্রী হইল তখন। করিতে লাগিল রাজকার্য্যের শাসন। দুইজনে মম সম শিষ্টের পালন॥ তস্করে ধরিয়া করে সবংশে নিধন॥ দোর্দ্দণ্ড প্রতাপেতে যেমন দশানন। নিষ্কণ্টকে বসতি করয়ে প্রজাগণ॥ একদিন বসন্ত সময়ে নৃপবর। পুষ্পোদ্যানে উপনীত তিন সহোদর॥ প্রফুল্ল কুসুমারক অতিরম্যক স্থান। দিব্য সরোবরে পদ্ম বিরাজিত মান॥ নানা জাতি বিহঙ্গমে করে নানা স্বর। মধুলোভে অলিকুল গুঞ্জরিছে সব॥ সরোবর তটে বসি তিন সহোদর। দেখিয়া পদ্মের শোভা হরিষ অন্তর॥ তার মধ্যে এক পদ্ম উত্তম দেখিল। মন্ত্রী গিয়া সেই পদ্ম তুলিয়া আ[illegible] সাদর করিয়া পায় ভূপতিরে দিতে। ভূপতির হস্ত

হতে পড়ে চরণেতে ॥ পদ্মের আঘাতে রাজা হইল মুর্চ্ছিত। ক্ষণেক বিলম্বে তাতে পাইল সম্বিত ॥ বেদনা পাইয়া রাজা, ব্যাকুল হইল। কমলের আঘাতেতে চরণ ভাঙ্গিল ॥ ভূপতির সহোদর মধ্যম যেজন। তার অঙ্গে নাহি সহে চন্দ্রের কিরণ ॥ কনিষ্ঠ যে জন তার শুন বিবরণ। উদুখলে তণ্ডুল ছাটিছে গৃহীজন ॥ তার শব্দ শুনি হস্তে বেদনা হইল। বেতাল বিক্রমাদিত্য জিজ্ঞাসা করিল ॥ ইহার সিদ্ধান্ত কর দেখি হে রাজন। ইহার মধ্যেতে বল সুখী কোনজন ॥ কহিছে বিক্রমাদিত্য শুন মহাশয়। কহিতে তোমার কাছে লাগে বড় ভয় ॥ উদুখলে তণ্ডুল ছাটিতেছে অন্য জনা। তার শব্দ শুনি হস্তে পাইল বেদনা ॥ পরের দেখিয়া দুঃখ যেইজন দুঃখী। আমার বিচারে সেই জন অতি সুখী ॥ প্রশ্নের উত্তর শুনি বেতাল তখন। শিংশপা বৃক্ষেতে পুনঃ করিলগমন ॥ ধরিয়া রাখিতে নারে বিস্ময় ভূপতি। বেতাল পঁচিশে কথা এই দ্বাবিংশতি ॥

ত্রয়োবিংশতি প্রশ্ন কথন।

[illegible]পয়ার। পুনর্ব্বার নৃপবর বৃক্ষোপরে গিয়া। বেতালে ধরিয়া লয়ে আইল নামিয়া ॥ সন্ন্যাসীর নিকটেতে করয়ে গমন। বেতাল বিক্রমাদিত্যে কহিছে তখন ॥ বিশ্বপুর নামে এক আছয়ে নগর। বিদগ্ধ নামেতে তথা ছিল নৃপবর ॥ সেই দেশে বাস করে বিপ্র একজন। বয়সে অশীতপর নাম নারায়ণ ॥ মনে মনে এক দিন করয়ে যুকতি। শরীর হইল জরা শক্তিহীন অতি ॥ মন্ত্র বলে পরকাল পারি প্রবেশিতে। তবে বৃদ্ধ হয়ে কেন থাকি এই রূপেতে ॥ বৃদ্ধের অশেষ দোষ নাহি সুখ লেশ। তরুণ শরীরে গিয়া করিব প্রবেশ ॥ এই যুক্তি স্থির করে করিল ব্রাহ্মণ। কুটুম্ব বান্ধবগণে কহিছে তখন ॥ সংসার মধ্যেতে আমি আর নাহি রব। বাসনা করেছি মনে যোগী গিয়া হব ॥ দিবানিশি [illegible] অয়ন বৎসর। কুলার চক্রের ন্যায় ফিরে নিরন্তর ॥ বাড়িতেছে দিনেক রাত্রি আয়ুব্যয়। তথাপি যে আশা বায়ু নিবৃত্তি না হয়।

হীন হায় হাতে নাই যদি শড়ি ॥ তথাপি করিতে চাই উপার্জ্জন কড়ি ॥ করে প্রাপ্ত হয়ে জীবন নিতান্ত মরে। মরিতে হইবে তবু অহঙ্কার করে ॥ হয়েছে আশ্চর্য্য বোধ অসম্ভব একি। ভগবত মায়াতে মোহিত সর্ব্ব দেখি ॥ নারায়ণ শর্ম্মা তবে এতেক কহিয়া। সবার স্থানেতে গেল বিদায় হইয়া ॥ অন্য এক দেশে গিয়া সে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। শ্মশানেতে যোগী হয়ে যোগে দিল মন ॥ সেই দেশে সোমশর্ম্মা নামেতে ব্রাহ্মণ। ভূপতির পুরোহিত বিখ্যাত সেজন ॥ সাধ্বী পতিব্রতা সতী তাহার রমণী। সর্ব্ব গুণান্বিত সেই ধর্ম্ম পরায়ণী ॥ সবে মাত্র এক পুত্র পরম সুন্দর। পরমায়ু ছিল তার দ্বাদশ বৎসর ॥ ব্রাহ্মণ গৃহেতে এক যজ্ঞ আরম্ভিল। দ্বিজগণে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিল ॥ ব্রাহ্মণী আপনি হয়ে হরষিত হন। নানা উপাহারে বিপ্রে করান ভোজন ॥ এমন সময়ে কাল সম্পূর্ণ হইল। অকস্মাৎ ব্রাহ্মণের সন্তান মরিল। শোকেতে আকুল হয়ে ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ। শিরে করাঘাত হানি করয়ে রোদন ॥ নগর মধ্যেতে হাহাকার শব্দ হৈল। কুটুম্ব বান্ধবগণ ধাইয়া আইল ॥ সবে বলে হায় হায় একি বজ্রাঘাত। কহ দেখি কিরূপে মরিল অকস্মাৎ ॥ খেদান্বিত হয়ে তবে যত বন্ধুগণ। শ্মশানে লইয়া যায় করিতে দাহন ॥ শব রাখি ততক্ষণে কিঞ্চিৎ অন্তরে। কেহ কেহ তৃণ কাষ্ঠ অন্বেষণ করে। হেন কালে নারায়ণ নামেতে ব্রাহ্মণ। শ্মশানেতে যোগী হয়েছিল সেই জন ॥ তরুণ শরীর দেখি ব্রাহ্মণ নন্দনে। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হৈল আনন্দিত মনে ॥ বৃদ্ধ কলেবর ত্যজি নিজ প্রাণ লয়ে। ততক্ষণে মৃতকায়ে প্রবেশিল গিয়ে ॥ প্রাণদান পেয়ে সেই ব্রাহ্মণ নন্দন। খেদান্বিত হয়ে আগে করয়ে রোদন ॥ ক্ষণেক বিলম্ব শেষে হাসিতে লাগিল। আশ্চর্য্য দেখিয়া সবে বিস্ময় হইল ॥ বেতাল কহিছে তবে শুনহ রাজন ॥ বুঝিতে না পারি আমি ইহার কারণ। মরিয়া বাঁচিল সেই ব্রাহ্মণ নন্দন ॥ ক্ষণেক বিলম্বে কেন হাসিতে লাগিল। [illegible] বৃত্তান্ত রাজা কহিতে লাগিল ॥ কহিছে বিক্রমাদিত্য

[illegible] নিরঞ্জন। নারায়ণ নাম [illegible] সহিত তাহার [illegible] মন্ত্র [illegible] শবকায়ে প্রবেশ করিল [illegible] বুদ্ধ কলেবর ত্যজি মায়া [illegible] ছিল॥ এই শরীরেতে কত [illegible] ছি পালন। এত ভাবি কান্দে [illegible] বর ব্রাহ্মণ [illegible]॥ পুনরপি মহাশয় করি নিবেদন। হাসি [illegible] লেক কেন তার শুন বিবরণ॥ জীর্ণ কলেবর ত্যজি তরুণ দেহেতে। প্রবেশ করিবে ছিল বাসনা মনেতে॥ তরুণ শরীর [illegible] বিধি মিলাইলা। কামনা হইল পূর্ণ হাসিতে লাগিলা॥ যাদৃশী ভাবনা সদা করে যেইজন। তাহা সিদ্ধি হয় সেই করিতে যতন॥ প্রশ্নের সিদ্ধান্ত শুনি বেতাল তখন। [illegible] শপা বৃক্ষেতে পুনঃ করিল গমন॥ কালীপদে কালীদাস করিয়া প্রণতি। বেতাল পঁচিশে সাঙ্গ ত্রয়বিংশতি॥

চতুর্ব্বিংশতি প্রশ্ন কথন।

পয়ার। পুনরপি নৃপবর বৃক্ষেতে উঠিল। শবরূপ বেতালেরে ধরিয়া আনিল॥ সন্ন্যাসীর নিকটেতে লইয়া চলিল। বেতাল বিক্রমাদিত্যে কহিতে লাগিল॥ উত্তর হবেক [illegible] [illegible] কের কারণ। আর এক প্রশ্ন বলি করহ শ্রবণ॥ শুন শুন ভূপতি অপূর্ব্ব উপাখ্যান। এক দেশে মধ্যে বন্ধু ছিল চারি জন। রাজার নন্দন এক অশ্বপাল আর। আর দুই জন তন্ত্র [illegible] সূত্রধর॥ মন্ত্রণা করিয়া স্থির চলিল তীর্থেতে। যার [illegible] সেই দ্রব্য তার লইল সঙ্গেতে॥ যাত্রা করি চারিজনে কত দূর গেল। দিবাকর অস্তগত রজনী হইল॥ অরণ্য হইল [illegible] চিন্তিত তখন বৃক্ষমূলে চারিজনে করিল শয়ন। রাজার নন্দন বলে মোর বাক্য রাখ। চারিজন প্রহরেতে জাগিয়া থাক। ভয়ানক স্থান এই আছে পশুচয়॥ সকলে নিদ্রিত [illegible] উপযুক্ত নয়॥ চারি জনে এইকথা করি অঙ্গীকার। প্রথম প্রহরে সবে জাগয়ে ছুতার॥ নিকটেতে এক [illegible] কাষ্ঠ পড়ে ছিল। সেই কাষ্ঠ লয়ে এক পুত্তলি গড়িল॥ [illegible] হইল রাত্র তন্তুবায় উঠিল। কাষ্ঠের পুত্তলি দেখি বিস্ময় হইল॥ জানিলেক বুঝি ইহা গড়িল ছুতার। [illegible]

থাকিলে দেখাইবে কদাকার। উত্তম বসন সেই পুতলে পরায়। দ্বিতীয় প্রহর গতে তাঁতি নিদ্রা যায়॥ তৃতীয় প্রহর তবে উঠে স্বর্ণকার। পুত্তলি দেখিয়া হইল হরিষ অন্তর॥ সর্ব্বত্রেতে হয়েছে ভাল নাহি আভরণ। অঙ্গে পরাইল তবে দিল ততক্ষণ॥ তৃতীয় প্রহর নিশি হইল যখন। প্রাকারিল পুত্র নিদ্রা করিল শয়ন॥ চতুর্থ প্রহরে জাগে রাজার নন্দন। অপূর্ব্ব পুত্তলী দেখি হরষিত মন॥ বুঝিল ছুতার বন্ধু বস্ত্র পরাইল॥ তাহাতে আকারি বন্ধু অঙ্গ পরাইল। আমা হৈতে কি হইবে না পাই ভাবিয়া॥ পুত্তলির প্রাণদান দিব এইপণ। নতুবা প্রভাতে আমি ত্যজিব জীবন॥ এত বলি রাজ পুত্র তদগত মন। করিতে লাগিল ভগবতী আরাধন॥ ভকত বৎসলা দেবী ভাবিয়া ভবানী। রাজার নন্দনে কহিলেন দৈববাণী॥ অর্দ্ধ পরমায়ু দিতে পারহ আপনি। কাষ্ঠের পুত্তলী তবে পাইবে পরাণী॥ শুনি রাজ পুত্র তবে আনন্দে অপার। অর্দ্ধ পরমায়ু দিতে করে অঙ্গীকার॥ কাষ্ঠের পুত্তলী তবে পাইয়া জীবন। পরমা সুন্দরী নারী হইল তখন॥ হেনকালে বিভাবরী প্রভাত হইল। নিদ্রা ত্যজি তিন জন উঠিয়া বসিল॥ দেখিয়া কন্যায় রূপে মোহিত তখন। পরস্পর দ্বন্দ্ব করে বন্ধু চারিজন॥ সবে বলে এই কন্যা আমারে অর্পিবে। বেতাল জিজ্ঞাসে রাজকন্যা কে পাইবে॥ কহিছে বিক্রমাদিত্য শুন নিবেদন। কন্যা পাইবেক সেই তাঁতির নন্দন॥ বেতাল হইয়া তুষ্ট রাজার কথায়। শীঘ্রগতি শিংশপা বৃক্ষেতে পুনঃ যায়॥ কালিদাস কালীপদে মজাইয়া মন। চতুর্বিংশতি কথা হইল সমাপন॥

পঞ্চবিংশতি প্রশ্ন কথন

পয়ার। পুনঃ২ যদ্যপি করয়ে পলায়ন। বিক্রমাদিত্য চিন্তিত তখন বারেং বৃক্ষে আর কত বা উঠিব। সন্ন্যাসী ... সবে কিরূপে যাইব॥ রজনী হইল শেষ শ্রান্ত কলে-

কত বা কহিব আর প্রশ্নের উত্তর॥ সবে আবির্ভাবে কেন না জানি কারণ। তাতে বুঝি সামান্য না হবে এই জন॥ যে হউক সে হউক আমি ছাড়িতে নারিব। সন্ন্যাসীর কাছে আমি লইয়া যাইব॥ এতবলি নৃপবর বৃক্ষেতে উঠিল। পুনর্ব্বার বেতালেরে তথায় ধরিল॥ সাহস করিয়া ভর নামিল ভূপতি। দিগাম্বর নিকটে চলিল শীঘ্রগতি॥ বেতাল কহিছে রাজা কোথায় গমন। আমারে লইয়া কেন এত প্রয়োজন॥ রজনী হইল শেষ মলিন বদন। গৃহেতে যাইয়া কিছু করহ ভক্ষণ॥ কহিলাম হিত কথা স্বরূপ বচন। নহে এক প্রশ্ন বলি করহ শ্রবণ॥ দক্ষিণ দেশেতে এক নৃপবর। ক্ষত্রিকুলোদ্ভব নাম বিজয় সুন্দর॥ চন্দ্রবতী নামে সেই ভূপতির নারী। তাহার সৌন্দর্য্য কিছু বর্ণিতে না পারি॥ তাহার নন্দিনী যার নাম কামবতী। হাব ভাব কটাক্ষ জিনি মদনের রতি॥ চন্দ্রসিংহ নামে আর এক নৃপবর। মহাবল পরাক্রম যুদ্ধে ধনুদ্ধর॥ ধনবান বলবান সমান দুইজন। দুই নৃপবরে যুদ্ধ রাজ্যের কারণ॥ বিজয় সুন্দর রাজা হৈয়া রাগান্বিত। স্বসৈন্য সহিত যুদ্ধে চলিল ত্বরিত। নারী আর কন্যা তার আসিয়া তখন। কহিতে লাগিল তবে শুনহ রাজন॥ যদি অনুমতি দেহ কার নিবেদন। আমরা তোমার সঙ্গে যাইব দুজন। সংগ্রাম হইবে যবে দুই নৃপবরে। কৌতুক দেখিব মোরা থাকিয়া অন্তরে॥ যুবতীর প্রতি তবে নৃপবর কয়। যুদ্ধে যাব নারী লৈয়া উপযুক্ত নয়॥ নারী বলে সন্দেহ করিছ কি কারণ। দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু না হয় খণ্ডন॥ শুনিয়া রাণীর কথা ভূপতি ভুলিল। কন্যা রমণীরে লৈয়া যুদ্ধেতে চলিল॥ কতদূর গিয়া দুই নৃপে দরশন। দুই মত্ত হস্তী যেন হস্তিনী কারণ॥ রণস্থলে রণবাদ্য বাজিতে লাগিল। প্রলয়ের কালে যেন সিন্ধু উথলিল॥ পদব্রজে পদাতিক খাঁড়া ঢাল ধরে আসোয়ার অশ্ব হৈতে সিংহনাদ করে॥ বক্ষে২ গজে২ হইল ভিড়ন। রথে রথী ... করে অস্ত্র বরিষণ। অনাবৃষ্টি বাণবৃষ্টি রুধির বম...

অনেক সৈন্য না হয় গণন ॥ ঘনঃ হুহুঙ্কার ধনুকে টঙ্ক
লক্ষে লক্ষে তুম্বিকক্ষে যুদ্ধ চমৎকার। ঘোড়া হাতী পদাতি
ভিড়িল বহুতর। কেহ কারে নাহি পারে দুজনে সোসর ॥
দ্বিতীয় দিবস যুদ্ধ হৈল নিরন্তর। রক্তে নদী বহিল দেখিতে
ভয়ঙ্কর ॥ বিজয় সুন্দর ভুপতির সৈন্যগণ। সহিতে না পারি
রণ করে পলায়ন ॥ সৈন্য ভঙ্গ দেখি সব পলায় তখনে।
স্ত্রী কন্যা রহিল তাহা না করিল মনে ॥ রাজার রমণী যুদ্ধ
দেখি ভয়ঙ্কর ভয়ে ভিতা হয়ে অঙ্গ কাঁপে থরথর ॥ কন্যাকে
লইয়া রাণী প্রবেশে কানন। ব্যাঘ্রচর্ম্ম শরীরে করিল
আচ্ছাদন ॥ তাহার নন্দিনী তবে মনে বিচারিয়া। ময়ূর
পাখাতে অঙ্গ রাখিল ঢাকিয়া ॥ সংগ্রামেতে জয়ী চন্দ্র-
সিংহ নৃপবর। পুলকে পূর্ণিত অঙ্গ হরিষ অন্তর ॥ বিক্রম
করয়ে রাজা লয়ে সৈন্যগণ। পিতা পুত্রে বন মধ্যে করয়ে
ভ্রমণ ॥ দেখিয়া বনের শোভা হরিষ অন্তর। ফল ফুলে
পূর্ণিত যতেক তরুবর ॥ নানাজাতি বিহঙ্গম করে নানা-
রব। মধুলোভে অলিকুল গুঞ্জরিছে সব ॥ কুহুকুহু র-
বেতে ডাকিছে পিকগণ। মন্দ মন্দ বহিতেছে মলয়া পবন।
বিহরিছে মৃগগণ আনন্দিত মনে। দেখিয়া ভুপতি তবে পী-
ড়িত মদনে ॥ অবসন্ন কলেবর বসিয়া তথায়। রমণীর পদচিহ্ন
দেখিবারে পায় ॥ নন্দনের প্রতি তবে কহিছে রাজন।
রমণীর পদচিহ্ন দেখি কি কারণ। এই বনে দুই জন নিশ্চয়
থাকিবে। সন্ধান করহ সত্য যুবতী পাইবে ॥ করিলাম পণ এই
কর অঙ্গীকার। পাইলে যেমন হবে সেই কন্যা তার ॥ এত
বলি দুই জনে করে অন্বেষণ। রাজ নন্দিনীর দেখা পাইল
রাজন ॥ ময়ূর পুচ্ছতে অঙ্গ ঢাকা তার ছিল। মেঘে মুক্ত
পূর্ণ শশী যেন প্রকাশিল ॥ তাহার সৌন্দর্য্য দেখি মো-
হিত ভুপতি। আপনার রথে লয়ে গেল শীঘ্রগতি ॥ ক্ষণেক
বিলম্বে তবে রাজার নন্দন। রাণীর সহিত দেখা হইল ত-
খন ॥ ব্যাঘ্র চর্ম্মে আচ্ছাদিয়া ছিল সেই ধনী। বাহির
[illegible]সি বিদ্যুৎ বরণী ॥ হাব ভাব কটাক্ষেতে পূর্ণ রসবতী

জার নন্দন দেখে হৈল হৃষ্টমতি। তত্ক্ষণে লয়ে ধর উপরে। গৃহেতে চলিল দৌড়ে বিলম্ব না করে ত্তার হইল ভাগ্যে রাজার নন্দিনী। পুত্রের হইল প্রাপ্ত ন্যার জননী॥ তবে কত দিনে দোঁহে গর্ভবতী হৈল সময়েতে দুই জন পুত্র প্রসবিল॥ কন্যা হৈল শাশুড়ী জননী বধু হয়। বেতাল বিক্রমাদিত্যে এই প্রশ্ন কয়॥ শুনহ বিক্রমাদিত্য আমার বচন। উভয়েতে কি সম্বন্ধ হইবে ঘটন॥ শুনিয়া বিক্রমাদিত্য করে নমস্কার। এ প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করিতে কিছু ভার॥ কাম রসে রাজার নাহিক ছিল জ্ঞান উন্মাদ হইবে সে তাহার সমান॥ সেইজন এ প্রশ্নের সি-দ্ধান্ত করিবে। আমা হৈতে না হইবে নিশ্চয় জানিবে॥ এত-শুনি বেতালের আনন্দিত মতি। বেতাল পঁচিশে সাঙ্গ পঞ্চ বিংশতি॥ কালীদাসে কাল ভয়ে করিবে নিস্তার। বেতা শিংশপা বৃক্ষে নাহি যায় আর॥

ত্রিপদী। বেতাল কহিছে রায়, সন্ন্যাসীর অভিপ্রায় না বুঝিলে সকল অন্তর। চিনিতে নারিলে শঠে, প্রাণ দিবে আকপটে, সঙ্কটে পড়েছ নৃপবর॥ অতি দুষ্ট দুরাচার, সন্ন্যা-সীর ব্যবহার, শুন তার বিবরণ তবে। তোমারে করিয়া বধ, পাইবে উত্তম পদ, তাল বেতাল সিদ্ধি হবে॥ ভুপতি তখন কয়, কে আপনি মহাশয়, দয়া করি দেহ পরিচয়। আমারে প্রসন্ন হয়ে, উপদেশ দেহ কয়ে, কোন রূপে প্রাণ রক্ষা হয়॥ আমি অল্প বুদ্ধি জন, লইনু তব শরণ, হলেম তোমার নিজদাস। আমারে করিয়া দয়া, যদি দেহ পদ ছায়া, সন্ন্যাসীরে নাহি করি ত্রাস॥ বেতাল কহিছে শুন, তোমার যতেক গুণ, পুনঃ২ কত কব আর। ধর্ম্মশীল পুণ্যবান, সদা যাগ যজ্ঞ দান, কেবা আছে সমান তোমার॥ বেতাল আমার নাম পূর্ণ হবে মনস্কাম, সিদ্ধি হবে নাহিক অন্যথা। শবে আবির্ভুত হয়ে, সঙ্কেত দিলাম কয়ে, অনু-গত থাকিব সর্ব্বথা। সন্ন্যাসী তোমারে যবে, প্রণাম করিতে না শুনিবে তাহার বচন। হইবে বর্ব্বর প্রায়,

...তায়, নাহি জানি প্রণাম যেমন ॥ ভূমেতে পাতিয়া ...অষ্টাঙ্গেতে প্রণীপাত, দেখাইবে সন্ন্যাসী তখন। তথা ... খড়্গ ধায়ে, ছেদন করিবে তারে, ভদ্রকালী করিয়ে স্মরণ ... মুণ্ড লয়ে ততক্ষণ, যজ্ঞ কুণ্ড হুতাশনে, আহুতি দিবেহে শীঘ্রগতি। সিদ্ধ হবে অনায়াসে, ইন্দ্র আসিবেন পাশে, তুষ্ট হইবেন ভগবতী ॥ বেতাল এতেক বলি, অন্তরীক্ষে গেল চলি শবলয়ে চলিল রাজন। বিক্রমাদিত্য তখন, হরিষে বিষাদ মন, উপনীত সন্ন্যাসী সদন ॥ সন্ন্যাসী তখন কয় আইস আইস মহাশয়, বিলম্ব হইল কিকারণ। রজনী হইল শেষ, পাইয়াছ বহু ক্লেশ, চিন্তিত্য ছিলাম এতক্ষণ ॥ রাজা বলে মহাশয়, তুমি অতি দয়াময়, হইবে না দিতে পরিচয়। রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিয়া বন্ধ, কালীপদে কালীদাস ...য় ॥

... পয়ার। সন্ন্যাসী কহিছে তবে শুনহ রাজন। পূজা হোম আমার হয়েছে সমাপন ॥ জপের অপেক্ষা আছে পশ্চাতে করিব। চল আগে দুই জন পুষ্পাঞ্জলি দিব ॥ স্নান করি শুচি রায় পট্টবস্ত্র পর। অগোর চন্দন অঙ্গে লেপনাদি কর ॥ সুগন্ধি পুষ্পের মালা দেয় লয়ে গলে। বলির উৎসর্গ মন্ত্র মনে মনে বলে ॥ অনুভাবে বুঝিয়া ভাবিছে নৃপবরে। একা এ সন্ন্যাসী বেটা কি করিতে পারে ॥ আমা হৈতে এ বেটা না হবে বলবান। কৌশল করিয়া দিতে চাহে বলিদান ॥ ভরসা কেবল মাত্র কালীর চরণ। যা থাকে কপালে কভু না হয় খণ্ডন ॥ এত বলি পুষ্পাঞ্জলি দিলেক রাজন। ...ন মধ্যে ঐ চিন্তা সদা সর্ব্বক্ষণ ॥ সন্ন্যাসী কহিছে তবে শুন নৃপবর। ভক্তিভাবে অষ্টাঙ্গেতে প্রণিপাত কর ॥ রাজা বলে কি কহিলে কখন না শুনি। অষ্টাঙ্গেতে প্রণিপাত কেমন না জানি ॥ প্রজা সব আসিয়া করিত নমস্কার। সে রূপ আমরা সবে করি ব্যবহার ॥ সন্ন্যাসী কহিছে তবে ...নহে ভূপতি। অষ্টাঙ্গেতে প্রণাম দেখহ সম্প্রতি ॥ এই ...মা সন্ন্যাসী ভূমিতলে অষ্টাঙ্গে প্রণাম করি ...

য়া উগ্রকপাল

সন্ন্যাসীরে কাটিয়া

তবে লইয়া ভুপতি। প্রজ্জ্বলিত অগ্নি কুণ্ড
ধন্য বলিয়া তবে হইল দৈব বাণী। স্বর্গেতে অমর
জয়ধ্বনি ॥ ইন্দ্রাদি দেবতা তুষ্ট হইয়া তখন। রাজার উপরে
করে পুষ্প বরিষণ ॥ কালীর চরণে রাজা করিয়া প্রণতি। গলে
কৃতাঞ্জলি হয়ে করে স্তুতি ॥ আমি ছার দুরাচার কহিতে
কি জানি। তৃণ হৈতে লঘুতর আপনারে গণি ॥ শিব বিষ্ণু
ব্রহ্ম ব্যাস বাল্মীকাদি মুনি। কিঞ্চিৎ বর্ণনা তারা করিয়াছে
॥ দীন ক্ষীণ ভক্তিহীন না জানি ভজনা। তুমি দীনে দয়া-
জগতে ঘোষণা ॥ কলুষ নাশিনী কালী করাল বদনা ;
নিজ দাস বলি মাতা কর গো করুণা ॥ দেবতা অসুর নর
গন্ধর্ব্ব জননী। মায়াজালে ত্রিভুবন মোহিত কারিণী ॥
সত্ত্বরজতমো ত্রিগুণধারিণী। ভক্তের অধীন আদ্যাশক্তি নারা-
য়ণী ॥ অপতেজ বায়ু পৃথ্বী তুমি গো আকাশ। জীবের জীবন
তুমি সর্ব্বত্র নিবাস ॥ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তব ইচ্ছায় প্রকাশ। কে
জানে তোমারে কালী বিনা তব দাস ॥ নিরাকার সাকার
কিছুই নাহি জানি। পুরুষ আপনি কিম্বা হও গো রমণী ॥
দরশনে তব তত্ত্ব নাহি জানে। তেজময়ী ব্রহ্ম
শক্তি বলে মানে ॥ তুমি ব্রহ্ম এক বস্তু নাহি
যথা। বিধি বিষ্ণু শিব তুমি প্রসবিলা যথা ॥ রাধা
সরস্বতী ব্রহ্মার বনিতা। তুমি সতী সীতা হও তুমি
সীতা ॥ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কারিণী দিবা নিশি। তুমি
বুদ্ধি শক্তি ভক্তি মুক্তকেশী। ভক্তিহীন জনে দয়া কর
ময়ী। তুমি বিনা ভক্তি হীনে কে করিবে জয়ী ॥ ক্ষম
রাধ মাতা কুকর্ম্ম করেছি। নিজ প্রাণ রক্ষা হেতু সন্ন্যা
বধেছি ॥ অধম দেখিয়া মোরে না হও নিদয়া। কালী
কালীকে দিও গো পদছায়া ॥ সদয় হইয়া তবে
। বিক্রমাদিত্যেরে কহিলেন দৈববাণী ॥

...ক বাধলে
...দিত্য আনন্দিত মতি
...য়ে প্রণতি ॥ তাল বেতাল আর সহস্র
...বিক্রমাদিত্যেরে আসি দিল দরশন। সহস্র লোচন
...বে আনন্দে ভুপতি। প্রণাম করিয়া বহু করিলেক স্তুতি ॥
তুষ্ট হয়ে দেবরাজ নৃপবর কয়। বর কিছু চাহ বাঞ্ছা মনে
যেবা লয় ॥ যোড় করে মৃদুস্বরে কহিছে ভুপতি। দীন ক্ষী...
ভক্তা হীন আমি অল্পমতি ॥ দয়ার সাগর তুমি অগতির
গতি। এই বর দিতে আজ্ঞা কর শচীপতি ॥ যে রূপেতে
সিদ্ধ হইলাম তাল বেতাল। এই কথা ব্যক্ত যেন থা...
চিরকাল ॥ ইন্দ্র বলে রাজা তুমি বড় পুণ্যবান। তব আ...
লাগ কভু না হইবে আন ॥ যদবধি চন্দ্র সূর্য্য উদয় হইবে
...র এ যশ সবে জগতে ঘুষিবে ॥ ভারত বর্ষেতে শ্রেষ্ঠ
তুমি হবে রাজা। সকল ভুপতি আসি করিবেক পূজা ॥ এ-
তেক বলিয়া ইন্দ্র করিল গমন। তাল আর বেতাল তবে
কহিছে তখন ॥ শুনহে ভুপতি তুমি পুণ্যবান অতি। করিয়ে
অদ্ভুত কর্ম্ম রাখিলে সুখ্যাতি ॥ অনুগত হইলাম আমরা এ-
খন। স্মরণ করিবে যবে আসিব তখন ॥ এতেক বলিয়া
...বেতাল চলিল। রজনী প্রভাতে ভানু উদয় হইল।
... বিক্রমাদিত্য গৃহেতে গমন। বেতাল পঁচিশের কথা
...সমার্পণ ॥

বেতাল পঞ্চবিংশতি সম্পুর্ণ।

...ted by W. C. Bhuttacharjea at the Ka...ya prokasa Press,
No 3 Hurree Paul's Lane, Calcutta.